মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2025-2027
Published on 3rd September, 2025

SAVE WATER SAVE LIFE
STPF

September, 2025 Volume-XI, Issue-VII   8 Pages, Rs. 2.00   R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

ওম হ্রীম দুর্গতি নাশক মহামায়া নমহা

সুমধ্যমার সকল পাঠক পাঠিকা, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতাদের পত্রিকার তরফ থেকে রইল শারদীয়ার আগাম শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে ইসিআই-কেই

নিজস্ব প্রতিনিধি- সম্প্রতি কর্ণাটকের এক অখ্যাত বিধানসভার ক্ষেত্র মহাদেবপুরার নাম এখন খ্যাতির শীর্ষে। দেশে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর কল্যাণে কর্ণাটকের এই বিধানসভা কেন্দ্রটির নাম গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। রাহুল গান্ধী সম্প্রতি একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)-এর বিরুদ্ধে 'ভোটচুরি' করার অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেছেন, কেন্দ্রে শাসক দলের যোগসাজশে ইসিআই ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) এর অভিযানে নেমেছে।

এই 'স্যার' ইতিমধ্যেই বিহারে করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে দেশের সব জায়গাতেই এটা করা হবে। ই সি আই-এর ভোটার তালিকার এই বিশেষ সংশোধন নিয়ে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। সংসদে ভেতর এবং বাইরে আন্দোলন করছে কংগ্রেস বিরোধীরা। শাসকদল বিজেপি এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বিহারে কংগ্রেস, আরজেডি আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল 'ভোটার অধিকার যাত্রা' শুরু করেছে। সব মিলিয়ে ইসিআই-র এই বিশেষ সংশোধন বন্ধ করতে চাইছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, আর জেডি সহ আরও কিছু রাজনৈতিক দল।

জাতীয় নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৫০ সালের ২৫ জানুয়ারি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দিবস। জনপ্রতিনিধি আইনকে সামনে রেখে দেশের প্রত্যেকটি রাজ্যে বিধানসভা এবং কেন্দ্রে লোকসভা এবং রাজ্যসভা সহ রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব এই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত। 'ভোটচুরি' নিয়ে এই অভিযোগ খণ্ডন করতে ইতিমধ্যেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রতিটি অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন। পাশাপাশি রাহুল গান্ধীর অভিযোগের পাল্টা হিসেবে কেন্দ্রে শাসকদলের প্রবক্তা অনুরাগ ঠাকুর সাংবাদিক সম্মেলন করে রাহুল গান্ধীর নির্বাচনী ক্ষেত্র, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর নির্বাচনী ক্ষেত্র, অখিলেশ যাদবের নির্বাচনী কেন্দ্র, ডিম্পল যাদবের নির্বাচনী ক্ষেত্র এবং পশ্চিমবঙ্গের ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকার বিচ্যুতি তুলে ধরেন।

ভোটার তালিকাতে সংযোজন, সংশোধন সহ আরও বহু কাজ গোটা বছর ধরেই চলতে থাকে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলোর এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ জনমানসে একটা বিকল্প প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অতীতে টি এন সেশনের কথা সকলেরই জানা। তাঁর কার্যকালের সময় জাতীয় নির্বাচন কমিশন একটা নতুন মাত্রা পেয়েছিল। ফলে সম্প্রতি ভোটচুরির অভিযোগকে খণ্ডন করে নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। গণতন্ত্র রক্ষার্থে ইসিআই-এর সদর্থক ভূমিকা দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছে দেশবাসী।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে চিন্তা বাড়ায় আর্থ্রাইটিস

সঞ্জীব আচার্য্য

আর্থ্রাইটিস একটি সাধারণ রোগ, বিশেষ করে ৫০ বছরের বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে। মহিলারা এতে বেশি ভোগেন। আর্থ্রাইটিস এমন একটি রোগ যা জয়েন্টের ক্ষতি করে। জয়েন্টগুলি হল শরীরের এমন একটি জায়গা যেখানে দুটি হাড় মিলিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে, স্বাভাবিক, আজীবন ক্ষয়ক্ষতির পরে মানুষের আর্থ্রাইটিস হয়। কিছু ক্ষেত্রে, এটি আঘাতের পরেও ঘটে। হাত, কব্জি, হাঁটু, নিতম্ব, পা, গোড়ালি, কাঁধ এবং পিঠের নিচের অংশে এবং সাধারণ কিছু জয়েন্টে আর্থ্রাইটিস দেখা যায়। WHO-এর তথ্য অনুসারে, ভারতে প্রায় ৯.৬% পুরুষ এবং ৬০ বছর বয়সী ১৮% মহিলা আর্থ্রাইটিসে ভুগছেন।

আর্থ্রাইটিস প্রধানত দুই ধরনের। **অস্টিওআর্থ্রাইটিস ঃ** এটি সবচেয়ে সাধারণ। এতে জয়েন্টের কার্টিলেজের ক্ষয়ক্ষতি হয়। কার্টিলেজ হল হাড়ের প্রান্তে একটি শক্ত, চিক্কন আবরণ। যেখানে তারা একটি জয়েন্ট তৈরি করে। এটি ঘর্ষণহীন জয়েন্টের গতিতে সাহায্য করে। এর ক্ষতির ফলে হাড় সরাসরি হাড়ের উপর পিষে যেতে পারে। এর ফলে ব্যথা হয় এবং নড়াচড়া করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। **রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস ঃ** এটি তখন ঘটে যখন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জয়েন্টের ক্যাপসুলের আবরণকে আক্রমণ

▶ এরপর দ্বিতীয় পাতায়

এক পলকে দেশ

টাকার মূল্য সর্বনিম্ন

নয়াদিল্লি- ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্কের জেরে ২৯ আগস্ট থেকেই ধস নামাল ডলারের সাপেক্ষে টাকার দামে। ডলার ৫১ পয়সা উঠে এই প্রথম ৮৮ টাকা পেরোল।

হড়পা বান

দেরাদুন- উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলার ধারালী গ্রাম ভেসে গেল হঠাৎ হড়পা বানে। ৫ আগস্ট দুপুরে ঘটেছে এই ঘটনা। নিখোঁজ ৯ জওয়ান। আটক বহু মানুষ। স্বাধীনতা দিবসের দুপুরে জম্মু ও কাশ্মীরের কিসমতওয়ারে মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টিতে হড়পা বানের কারণে মৃত্যু হল দু'জন জওয়ান সহ ৬০ জনের। আহত প্রায় ১৩০ জন।

ব্যাখ্যা চাইল কোর্ট

নয়াদিল্লি- কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে রাজ্যে রাজ্যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে। সেই কাজের এসওপি কেন্দ্রের কাছে জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট।

এবছর নয়

নয়াদিল্লি- চলতি অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতের উন্নয়নের জন্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ করা অনুদান পাবে না। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অভিযোগ, রাজ্যের অর্থ কমিশন তৈরির ক্ষেত্রে যে যোগ্যতার মাপকাঠি রয়েছে তা অনুসরণ করেনি রাজ্য সরকার।

কলকাতা পিছিয়ে

নয়াদিল্লি- নারী সুরক্ষা নিয়ে জাতীয় বার্ষিক প্রতিবেদন ও সূচক ২০২৫ অনুসারে, মহিলাদের নিরাপত্তার বিচারে সবার নিচে রয়েছে পাটনা, জয়পুর, ফরিদাবাদ, দিল্লি, কলকাতা, শ্রীনগর এবং রাঁচি। ৩১টি শহরে প্রায় তেরো হাজার মহিলার ওপর ভিত্তি করে এই তালিকা করা হয়েছে।

ভোটারদের নোটিস

নয়াদিল্লি- বিহারে খসড়া ভোটার তালিকায় নাম উঠেছে এমন প্রায় তিন লক্ষ ভোটারের পরিচয় নিয়ে সন্দেহ তৈরি হওয়াতে তাদের নোটিস পাঠাচ্ছে নির্বাচন কমিশন।

এক পলকে রাজ্য

চার কর্মীকে বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি- অসাধু উপায়ে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার অভিযোগে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে চারজনকে বরখাস্ত করল রাজ্য সরকার।

দাগিদের তালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি- স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬ সালের পরীক্ষায় যারা বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছিলেন, তাদের তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি। এদের সংখ্যাটা ১৯০০। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, এই দাগিরা যেন কোনভাবেই নতুন নিয়োগের পরীক্ষায় বসতে না পারে।

অভয়ার মাকে প্রহার

নিজস্ব প্রতিনিধি- ১০ আগস্ট নবান্ন অভিযানে আহত হন অভয়ার মা। অভিযোগ, পুলিশের প্রহারে আহত হন তিনি। তাঁকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এসএসসি

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রায় ছাব্বিশ হাজার শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মীর চাকরি বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনার সমস্ত আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ২৬ হাজার প্রার্থীর প্যানেল বাতিল করেছিল হাইকোর্ট। পরে সেই রায় বহাল রাখে সুপ্রিম কোর্ট।

ধৃত জীবনকৃষ্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি- ইডি-র আধিকারিকদের দেখে পালাতে গিয়ে ধরা পড়লেন মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক তৃণমূলের জীবনকৃষ্ণ সাহা। এবারও মোবাইল ফেলে দেন ঝোপের মধ্যে। ঘটনাটি ২৪ আগস্টের। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে। জীবনকৃষ্ণকে ছ'দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বাজি নিয়ে সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি- পরিবেশ বান্ধব বাজি উৎপাদনের জন্য ছ'টি ক্লাস্টার তৈরি করবে রাজ্য সরকার। এই ক্লাস্টারগুলো হবে শিলিগুড়ি, দুই মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া এবং আরও একটি জেলায়। সব মিলিয়ে খরচ ধরা হয়েছে ১৫ কোটি টাকা। রাজ্য সরকার চাইছে অতি সত্বর এই কাজ শুরু করতে।

শারদীয়া ক্রোড়পত্র সহ এবারের সুমধ্যমা পত্রিকা মোট ১০ পাতা

এখানে - ওখানে

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে কলকাতা থেকে হুগলি মোটর গাড়ির র‍্যালি

শ্যামবাজারে র‍্যালি শুরুর অপেক্ষায় সারিবদ্ধ গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি- মোটরগাড়িতে সচেতনতার বার্তাবাহক স্টিকার আর বেলুন উড়িয়ে শ্যামবাজার থেকে বি টি রোড অতিক্রম করে গঙ্গার পাঁড় ঘেঁষে জি টি রোড ধরে একের পর এক ৭৯টি গাড়ি পৌঁছল চন্দননগর বিদ্যালঙ্কার মোড়ে। মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়া রোধে মানুষকে সচেতন করার কাজটা প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবসের দিন এভাবেই পালন করে আসছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। দেশের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে এবছরের কার র‍্যালির গন্তব্য ছিল শ্যামবাজার থেকে চন্দননগর।

শ্যামবাজারে সংগঠনের মঞ্চ থেকে শপথবাক্য পাঠ শেষ করে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এবং শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে এই কার র‍্যালিকে সবুজ সংকেত দেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। একে একে সমস্ত গাড়ি সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে চলে জি টি রোড ধরে। র‍্যালির বিশেষ আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণ সংস্থার 'ভরসা'-র বিশেষভাবে স্বাবলম্বী ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ। র‍্যালির শুরুর পরে প্রথমে থামে সিঁথির মোড়ে সচেতন-এর সম্বর্ধনা মঞ্চে, পরে উত্তরপাড়া পদাতিক, মাখলা বিবেকানন্দ সংঘ, রিষড়া উইমেন্স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, মাহেশ বঙ্গবাসী ক্লাব, শেওড়াফুলি সেবা নিকেতন, লার্জ ওভারঅল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, দেবাশীষ চক্রবর্তীর একক প্রয়াসে গড়া মঞ্চ, এম টি ল্যাব পয়েন্ট, ভদ্রেশ্বর এবং শেষে চন্দননগর বিদ্যালঙ্কার মোড়ে এসে পৌঁছায় বর্ণাঢ্য কার র‍্যালির কনভয়। এখানে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র রাম চক্রবর্তী, পুরপিতা অজয় ঘোষ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। থ্যালাসেমিয়া সচেনতার ওপর একটি ছোট্ট নাটিক মঞ্চস্থ করেন সংগঠনের সদস্য এবং সদস্যারা।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে চিন্তা বাড়ায় আর্থারাইটিস

▶ প্রথম পাতার পর

করে। এই আস্তরণটি স্ফীত এবং ফুলে যায়। এই প্রক্রিয়াটি অবশেষে জয়েন্টের মধ্যে কার্টিলেজ এবং হাড়কে ধ্বংস করে দেয়।

আর্থারাইটিসের লক্ষণ ঃ

প্রথমত, শক্ত হয়ে যাওয়া বা গতিশীলতার পরিধি কমে যাওয়া। এর ফলে জয়েন্টে ব্যথা হয়। দ্বিতীয়ত, ত্বকের স্থানচ্যুতি, জয়েন্টের চারপাশে স্পর্শ করার সংবেদনশীলতা, অথবা জয়েন্টের কাছে তাদের উপস্থিতি অনুভূত হয়।

কিছু কারণ যা আর্থ্রাইটিসের সম্ভাবনা বাড়ায় ঃ

প্রথমত, ধূমপানের মাধ্যমে বা অন্য কোনও উপায়ে তামাক সেবন ঝুঁকি বাড়ায়। দ্বিতীয়ত, যেসব পরিবারের জন্য সদস্যদের আর্থারাইটিস আছে তাদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে বেশি শারীরিক পরিশ্রম এই সম্ভাবনা কমিয়ে দিতে পারে। তৃতীয়ত, কার্যকলাপের স্তর রয়েছে, যার অর্থ হল যত বেশি শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকবে তত সম্ভাবনা কম। চতুর্থত, অটোইমিউন রোগ বা স্থূলতা, অথবা জয়েন্টগুলিকে প্রভাবিত করে এমন যে কোনো অবস্থা থাকলে আর্থারাইটিস হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। পঞ্চমত, কিছু অংশের মানুষের আর্থারাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ৫০ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিরা বিশেষ করে যারা স্পর্শকাতর, খেলাধুলা করেন, মহিলারা এবং বসে কাজ করেন তাদের আর্থারাইটিস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ঃ

পরীক্ষাগারে শরীরে তরল, যেমন রক্ত, প্রস্রাব অথবা জয়েন্টের তরল পরীক্ষা করে আর্থারাইটিস ধরণ নির্ণয় করা সম্ভব। অতিরিক্তভাবে, এক্স-রে বা সিটি স্ক্যান বা এমআরআই বা আল্ট্রাসাউন্ড প্রযুক্তি এই রোগের অগ্রগতি ট্র্যাক করতে পারে। চিকিৎসকদের মতে আর্থারাইটিসের কোন চিকিৎসা নেই। সাধ্যমত চিকিৎসকরা কিছু ওষুধ, শারীরিক বা পেশাগত থেরাপি অথবা চরম ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন।

মাটির সুরে রবির ইমন

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম থ্যালা-সেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সাহচর্যে ১৭ আগস্ট কলামন্দিরে অনুষ্ঠিত হল একটি নির্ভেজাল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'মাটির সুরে রবির ইমন'। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী

এবং মনোময় ভট্টাচার্য্য। মঞ্চে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের হাতে জীবনদায়ী ওষুধ তুলে দেন ইমন চক্রবর্তী। মঞ্চে রবীন্দ্র সংগীত এবং লোকগান পরিবেশন করেন ইমন চক্রবর্তী এবং মনোময় ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডা-রেশনের সদস্যরা।

বাগবাজার সারদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- সেরাম থ্যালা সেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনায় ৩ আগস্ট বাগবাজার সারদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল নিখরচায় স্বাস্থ্য শিবির। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিখরচায় সুগার, হিমোগ্লোবিন, ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়। স্বপন ভুইঞার উদ্যোগে শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়।

রঙ্গমঞ্চের রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি- বাগবাজার রঙ্গমঞ্চের উদ্যোগে ১০ আগস্ট রাজবল্লভ পাড়া ও লক্ষী দত্ত লেনের সংযোগস্থলে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান উৎসব। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডা রেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। রক্তদানের গুরুত্ব ও উপযোগিতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সম্পাদক।

কাশীপুর সেবায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- স্বর্গীয় জয়ন্তীলাল প্যাটেল এবং স্বর্গীয় জাভের চাঁদ প্যাটেলের স্মৃতিতে আয়োজিত কাশীপুর সেবা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ১০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল রক্তদান উৎসব। উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সম্পাদক। উপস্থিত ছিলেন প্রদীপ সে সহ অন্যান্যরা।

সাংগীতিকের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি- সংগীতিকের উদ্যোগে ১ আগস্ট সেরাম অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল একটি ছিমছাম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক এবং সাংগীতিকের সভাপতি সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানে 'বর্ষামঙ্গল' মঞ্চস্থ করেন সাংগীতিকের সদস্যাগণ।

হিন্দু সৎকার সমিতিতে স্বাস্থ্য শিবির

স্বাস্থ্য শিবিরে হিন্দু সৎকার সমিতির সদস্যদের সঙ্গে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

নিজস্ব প্রতিনিধি- শ্রীমতি রীতা দে-র স্মরণে ২০ আগস্ট হিন্দু সৎকার সমিতির উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হল নিখরচায় স্বাস্থ্য শিবির। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত ভাষণে মারণরোগ থ্যালাসেমিয়া রোধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন এবং সংগঠনের কর্মধারা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন।

এই নিখরচার স্বাস্থ্য শিবিরে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরা শিবিরে আগত মানুষের ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেসার, বিএমডি, ইসিজি এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করেন। এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সৎকার সমিতির কর্মকর্তা অলক দে, চন্দন ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

কাশিমবাজার পলিটেকনিকে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- পূর্ব কলকাতা রোটারি ক্লাবের সহযোগিতায় এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ১২ আগস্ট বাগবাজারে মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। থ্যালাসেমিয়া রোধে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার কথা বলেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক কুমকুম দত্ত সহ অন্যান্যরা

আসানসোল ডি এ ভি মডেল স্কুলে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- আসানসোলে ডিএভি মডেল স্কুলের উদ্যোগে ৬ আগস্ট শিক্ষায়তনের শিক্ষক এবং ছাত্রদের জন্য থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে। তথ্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডা রেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। এই শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে একটি ক্যুইজও অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ অমিত কুমার দাস সহ অন্যান্যরা এবং অসীম সরকার।

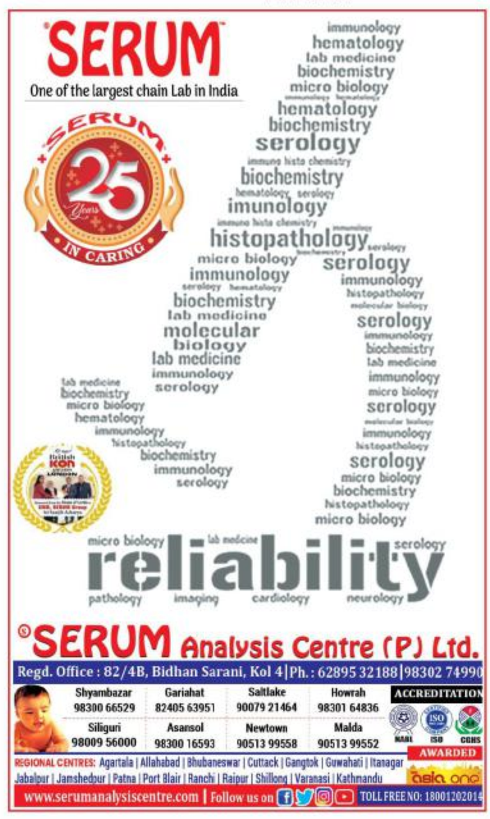

পুতিন-জেলেনস্কি বৈঠকে বসবেন

ওয়াশিংটন- চার বছর ধরে চলছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এবার কি থামবে সেই যুদ্ধ, ফিরবে শান্তি! বেশ কয়েকদিন হল, বিষয়টি নিয়ে তাবড় তাবড় রাষ্ট্রনেতাদের বৈঠক চলেছে। সম্প্রতি আলাস্কা বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে পুতিনের সঙ্গে কথা হয়েছে ট্রাম্পের। তারপর জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। বৈঠক শেষে ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'খুব সত্ত্বর জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলবেন পুতিন। ওই বৈঠক ফলপ্রসূ হলে একটা ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে। সেখানে আমি থাকব।' এবারের বৈঠকে জেলেনস্কি অনেকটা সন্তুষ্ট। ট্রাম্প আরও বলেন, আশা করছি প্রেসিডেন্ট পুতিন যথাযথ ব্যবহার করবেন। তা না হলে পরিস্থিতি কঠিন হবে।"

গাজা ঘিরে ফেলেছে ইজরায়েলি সেনা

তেল আভিভ- গোটা দুনিয়া জুড়ে ইজরায়েলের সমালোচনা হলেও নিজের অবস্থানে অনড় ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। গাজা দখল করতে বাড়তি সেনা নিয়ে 'যুদ্ধের নতুন পর্ব' শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী আইডিএফ। ফলে গাজা সিটি ছেড়ে পালাতে শুরু করেছেন প্যালেস্টাইনিরা। আই ডি এফ-এর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফি ডাফ্রিন জানিয়েছেন, গাজা সিটির বাইরের এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। এছাড়া জাইটুন, সাব্রা, টুফা এলাকায় প্রবল ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ শুরু হয়েছে। উত্তরের গাজা সিটিতে এখনও হামাসরা শক্তিশালী। সেটাকে ভাঙ্গতে হবে বলে জানান ডাফ্রিন। ইজরায়েলি বিমান বাহিনীর হানায় নিহত হয়েছেন প্রাক্তন বাস্কেটবল খেলোয়াড় মহম্মদ শালান। প্যালেস্টাইন ক্রীড়া কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এ পর্যন্ত ৬৭০ জন প্যালেস্টাইনি খেলোয়াড়ের মৃত্যু হয়েছে। যুদ্ধের এই নতুন পর্বে অনেকেই মৃত্যুর আশঙ্কা করছেন।

ইজরায়েলি হানায় সব শেষ। মৃত ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছেন বাবা

চিনকে রুখতে

ওয়াশিংটন- চিনকে ঠেকাতে এই মুহূর্তে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করা প্রয়োজন বলে জানালেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান সহকর্মী নিকি হ্যালি। তিনি বলেন, ভারত রাশিয়া থেকে জ্বালানি নিচ্ছে বলে, মস্কোর ওপর চাপ বাড়ানো হচ্ছে। ভারতের ওপর বিপুল শুল্ক চাপিয়ে আসলে চিনের রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে। আমেরিকা ইতিমধ্যে ভারতের ওপর ৫০% শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে।

সাগরপারের

টুকিটাকি

রকেট ফোর্স বানাচ্ছে পাকিস্তান

ইসলামাবাদ- ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের পর এবার 'আর্মি রকেট ফোর্স কম্যান্ড' তৈরি করছে পাকিস্তান। বর্তমান যে সেনাবাহিনী রয়েছে পাকিস্তানে তার সঙ্গে যুক্ত হবে এই কম্যান্ডটি। স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন রাতে একথা ঘোষণা করেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। এই নতুন বাহিনীর কাজ কী হবে, তা স্পষ্ট নয়, মনে করা হচ্ছে চিনের মডেলে এই বাহিনী তৈরি করেছে ইসলামাবাদ।

মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে রিপোর্ট

ওয়াশিংটন ডিসি- ভারত ও পাকিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টা কীভাবে দেখা যায় তা নিয়ে সম্প্রতি রিপোর্ট পেশ করেছে আমেরিকা। রিপোর্টে বলা হয়েছে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠলে ভারত অভিযুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে সামান্য পদক্ষেপ করে। পাকিস্তান খুব কম ক্ষেত্রেই পদক্ষেপ করে। ২০২৪ সালের তথ্যের ভিত্তিতে এই রিপোর্ট তৈরি করেছে পাকিস্তান। এবছরের রিপোর্টটি খুবই ছোট। ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ দেশগুলোর সমালোচনা নেই বললেই চলে।

বাংলাদেশে নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে

ঢাকা- বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনুস ৫ আগস্ট এই ঘোষণা করেছেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন তিনি। আওয়ামী-লিগ এই ঘোষণাকে ইউনূসের 'ভেল্কিবাজি' বলে আখ্যা দিয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার ডাক দিয়েছেন ইউনূস। তিনি দাবি করেছেন, তাঁর শাসনকালে দেশে শান্তি শৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে এবং সঙ্কট দূর হয়েছে। 'জুলাই সনদ' তৈরি করার কাজ অবিলম্বে শেষ করতে চান তিনি। বি এম পি এই বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। জুলাই ঘোষণাপত্রে জানানো হয়েছে, 'জাতীয় বীর'-এর মর্যাদা দেওয়া হবে জুলাই অভ্যুত্থানে নিহতদের।

ওয়াকার বেজিংয়ে

বেজিং- পাকিস্তান-বাংলাদেশের নতুন কূটনৈতিক সমীকরণ নিয়ে জল্পনা আরও উস্কে দিতে ২১ আগস্ট চিন সফলে গেলেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকাব-উজ-জামান। ওয়াকার যখন চিনে যাচ্ছেন তখন চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াংই পাকিস্তানে রয়েছেন।

চুক্তি থেকে সরল রাশিয়া

মস্কো- আমেরিকার সঙ্গে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের করা পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি থেকে এবার সরে এল রাশিয়া। আমেরিকা আগেই সরে এসেছে। রুশ বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এত বছর ধরে তারা যে সব নিষেধাজ্ঞা মেনে এসেছে, এখন তা আর মানা হবে না।

চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং হি-র সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২

ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

প্রঃ কিডনির অসুখ কি সারে? এই অসুখের চিকিৎসা কি?

বিজন দাস, বেলেঘাটা

উঃ কিডনির অসুখে আমাদের শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থগুলি যথাযথভাবে বেরিয়ে যেতে পারে না, ফলে এইসব পদার্থ এবং জল শরীরে জমে যায় এবং নানারকম উপসর্গের সৃষ্টি করে। ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন প্রভৃতি শরীরে জমে যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় রেনাল ফেলিওর (Renal failure)। যখন কোন সাময়িক কারণে হঠাৎ এই অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওর (Acute Renal Failure) বলে। তখন চিকিৎসা করলে এই অবস্থা ঠিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন সংক্রমণ (Infection), রক্ত সঞ্চালন হঠাৎ কমে যাওয়া (Ischaemia), সাপের কামড়, ওষুধ থেকে, আঘাত জনিত কারণে (Trauma) প্রভৃতিতে। এক্ষেত্রে সঠিক কারণ দ্রুত চিহ্নিত করে চিকিৎসা করতে হবে।

আবার যখন কোনো দীর্ঘস্থায়ী (Chronic) অসুখের প্রভাবে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন ধীরে ধীরে কিডনির অবস্থা খারাপ হতে থাকে-এই অবস্থাকে বলা হয় ক্রনিক রেনাল ফেলিওর (Chronic Renal Failure)। যেমন ডায়াবেটিস মেলিটাস, উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension), SLE, টিউমার, প্রভৃতির প্রভাবে, বিশেষত ওইসব অসুখের ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। সাধারণত এক্ষেত্রে কিডনির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে, অনেকের ক্ষেত্রে দ্রুত, আবার অনেকের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে। এক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত ডায়ালিসিস ও কিডনি প্রতিস্থাপন প্রয়োজন হতে পারে।

রেনাল ফেলিওরে খাদ্যাভাস বদলাতে হবে। প্রোটিন জাতীয় খাবার যথাসম্ভব কম দিতে হবে। জলের পরিমাণ কম দিতে হবে। রক্তে সোডিয়াম, পটাশিয়ামের মাত্রা ঠিকঠাক রাখতে হবে। ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিকঠাক রাখতে হবে। দেখতে হবে কোন ক্ষতিকর ওষুধ যেন হঠাৎ ব্যবহার না করা হয়, যেমন ব্যথার ওষুধ, অ্যামিকাসিন, জেন্টামাইসিন প্রভৃতি ওষুধ। রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। SLE জাতীয় অসুখের চিকিৎসা করতে হবে। অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওরে ইনফেকশন, সাপের কামড় প্রভৃতির চিকিৎসা করতে হবে। ডায়ালিসিস হল কিডনির অসুখের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শরীরের জমে যাওয়া বর্জ্য পদার্থ এবং অতিরিক্ত জল শরীর থেকে কৃত্রিম ভাবে বার করে দেওয়া হয়। ডায়ালিসিস হিমোডায়ালিসিস (Haemodialysis) বা পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস (Peritoneal Dialysis) হতে পারে। হিমোডায়ালিসিসে রক্ত একটি ছাঁকনির মত জিনিসের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, এবং বর্জ্য পদার্থ ও অতিরিক্ত জল শরীর থেকে বার করে দেওয়া হয়। পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসে পেটের পেরিটোনিয়াল নামক পর্দা থেকে ডায়ালিসিস করা হয়। যখন কোনো রোগি গুরুতর অসুস্থ থাকে, যার হিমোডায়লিসিস করা খুবই শক্ত তার ক্ষেত্রে পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস করা হয়। তবে পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিসে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। অ্যাকিউট রেনাল ফেলিওরের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে ডায়ালিসিস করতে হয়। ক্রনিক রেনাল ফেলিওরে সপ্তাহে দুই বা তিনবার ডায়ালিসিস করতে হয়-যখন রোগী ওই অবস্থায় পৌঁছে যায়। এই প্রক্রিয়া বেশ ব্যয়সাধ্য এবং এর থেকে কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে। কাজেই এ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। রোগীকে নিয়মিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী কিডনির অসুখের চিকিৎসায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল কিডনি প্রতিস্থাপন (Kidney Trans plantation)। এক্ষেত্রে রোগীর ক্ষতিগ্রস্ত কিডনি বাদ দিয়ে অন্য কোন সুস্থ মানুষের (সাধারণতঃ নিকট আত্মীয়) কিডনি, বা মৃতদেহ থেকে সংরক্ষিত কিডনি নিয়ে স্থাপন করা হয়। HLA TYPING এবং আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। দাতা (Donar) খুবই নিকটাত্মীয় হলে প্রতিস্থাপন সফল হবার সম্ভাবনা বাড়ে। এটি খুবই জটিল এবং ব্যয়সাধ্য প্রক্রিয়া। প্রতিস্থাপনের পরও নজর রাখতে হয় এবং কিছু নির্দিষ্ট ওষুধ খেতে হয়। সুতরাং কিডনির অসুখের চিকিৎসা খুব সর্তকভাবে করতে হয়।

প্রঃ আমার ডান পা ফুলে গেছে এবং ব্যথা করছে। কি কারণে হতে পারে এবং চিকিৎসা কি?

ছবি পাল, বেহালা

উঃ অনেক কারণ থাকতে পারে, যেমন সংক্রমণ গাউট বা গেঁটে বাত (Arthritis), চোট লাগা প্রভৃতি। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা, যেমন রক্তপরীক্ষা, এক্স রে প্রভৃতি করে দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে। আপনি এখনই চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

প্রঃ ডায়াবেটিসের চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশদভাবে জানালে উপকৃত হব? *সমর বসাক, শিলিগুড়ি*

উঃ ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় তিনটি প্রধান ভাগ আছে— (১) খাদ্যাভাস পরিবর্তন, (২) শারীরিক কাজ বাড়ানো, (৩) ওষুধ।

(১) খাদ্যাভাস পরিবর্তন ঃ উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করতে হবে, যেমন চা বা তরকারিতে চিনি, কোল্ড ড্রিংকস্, আইসক্রিম, দোকানের মিষ্টি প্রভৃতি। ভাত, রুটি, আলু প্রভৃতি শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিমিত পরিমাণে খেতে হবে। তৈলাক্ত খাবার-পাঁঠার মাংস, ডিমের কুসুম, ফাস্ট ফুড যথাসম্ভব কম খেতে হবে। সবুজ শাকসবজি, কিছু ফল (শশা, পেয়ারা, আপেল, লেবু) যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া ভাল। ডাল, মটর জাতীয় খাবার, মাছ, দুধ প্রভৃতি খেতে কোন সমস্যা নেই। মুরগির মাংস খাওয়া যায়। নুন কম খাওয়াই ভাল। কাজেই খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে খুব সাবধানে থাকতে হবে।

(২) শারীরিক সক্রিয়তা ঃ হাঁটাচলা করা খুবই দরকার। যারা বেশি চলাফেরা করেন না, তাদের এই রোগ হবার সম্ভাবনা বাড়ে এবং রোগ নিয়ন্ত্রণেও সমস্যা হয়। রোজ পঁয়তাল্লিশ মিনিট অথবা তিন কিলোমিটার হাঁটা ভাল। যদি সম্ভব হয় জগিং বা ব্যায়াম করা উচিত। যেভাবে হোক শারীরিক সক্রিয়তা বজায় রাখা দরকার। সাইক্লিং একটি ভাল ব্যায়াম। যোগব্যায়ামও করা যেতে পারে। এইভাবে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। শুধু তাই নয়, ব্যায়াম বা হাটার ফলে ওষুধের কাজ আরও ভাল হয়। নেশা, যেমন ধূমপান, মদ্যপান, প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মানসিক চাপ কমাতে হবে।

(৩) ওষুধ-খাওয়ার ওষুধ (Oral Anti diabetic drugs) ঃ অনেক রকম খাওয়ার ওষুধ আছে যেমন— Metformin, Sulpho nylureas (Gliclazide, Glipicizide, Glimiperide), Gliptins (Sitagliptin), Repaglinide প্রভৃতি। এইসব ওষুধ যথাযথ পরিমাণে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে। *(পুনর্মুদ্রণ)*

সম্পাদকীয়

কাজের অন্বেষণে

রাজ্যে কর্মসংস্থানের সমস্যাটি চটজলদি মিটে যাবে না। সরকারের টাকা দেওয়ার মডেলটিও খুব কার্যকরী নয়। এই সমস্যা নিরসনের জন্য চাই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। সেকারণেও সরকারকে নিবিড় শিল্প সাধনায় মনোনিবেশ করতে হবে।

বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নিগ্রহের প্রতিবাদ করতে হলে কী সর্বাগ্রে তাঁদের সবার জন্য এই রাজ্যে কাজের সংস্থান করতে হবে? বাঙলার রাজনীতিতে এরকমই একটা রব উঠেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে। তারা তো আরও এক পা এগিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, এ রাজ্যে কাজ কোথায় যে পরিযায়ী শ্রমিকরা দলে দলে বাঙলায় ফিরে আসবেন। এই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন সরকার। বাইরের রাজ্যগুলো থেকে পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরে এলে তাঁদের কাজের ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। 'কর্মশ্রী' প্রকল্পকে আরও শক্তিশালী করা হবে। সরকারি বক্তব্য হল, এটা কর্মসংস্থান খাতে 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'-র বিকল্প। অন্যদিকে, পরিসংখ্যান বলছে, এই প্রকল্পটিতে এতদিন সরকার খরচ করেছে খুবই সামান্য। ফলে একটা বড় সংখ্যায় কাজের ব্যবস্থা করা হয়ে ওঠে নি। আগামীদিনে যে সেটা হবে, তার সম্ভাবনাও আশাপ্রদ নয়। তাহলে মূল প্রশ্নটা হল, অন্য রাজ্যগুলোতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর

একথা ঠিক যে এই রাজ্যে যথেষ্ট কাজ নেই। কেন নেই, তার উত্তর খুঁজতে যাওয়াটাই বৃথা প্রয়াস। কারণ যারা এখন রাজ্যে কাজ নেই বলে চিল চিৎকার করছেন, তাদেরও এই দায় নিতে হবে। এই রাজ্যে কাজ নেই বলে সে রাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যে গেলে হেনস্থার শিকার হবেন—এমন যুক্তি কোনও রাজনৈতিক দলই মানবে না। আসলে দুটো মূল প্রশ্নকে গুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটাই রাজনৈতিক কৌশল। ভারতের সংবিধান সব নাগরিককে দেশের যে কোনও প্রান্তে যাওয়ার, কাজ করার, বসবাস করার অধিকার দিয়েছে। এর অন্যথা হলে প্রতিবাদ করতে হবে দেশের ঐক্য রক্ষার খাতিরে। যেখানে কর্মের বিনিময়ে বেশি মজুরি পাওয়া যায় সেখানেই দলে দলে শ্রমিকরা ভিড় করবেন। কিন্তু এর জন্য শ্রমিকের নিজের রাজ্যে কাজ পাওয়ার সুযোগ কতটা, তা হিসেব করার কোনও যুক্তি নেই।

এই রাজ্যে কাজের সুযোগ কম, মজুরির হারও অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কম—এ সবই সত্য। এই রাজ্যে বেশ কয়েকবছর ধরে অর্থনীতিকে পিছিয়ে রেখে রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে শিল্পসম্ভাবনার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এর কারণ হল বছরের পর বছর রাজনীতির বিভিন্ন প্রকার হাওয়া এসে এই রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। রাজ্যে এখন তাই বড় মাপের শিল্প প্রতিষ্ঠা করে গড়ে তোলা উচিত কর্মসংস্থানের বাস্তুতন্ত্র।

কর্মের নানা রূপ

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তি

কোন ভাষায় যে শব্দ রয়েছে তার আদিরূপ হল ক্রিয়াত্মক। কর্মেই সব কিছুর উৎপত্তি আর নৈষ্কর্মে সব কিছুর বিনাশ। তাই বলি যে তোমরা কাজ করতে করতে এগিয়ে চল আর কর্মের মাধ্যমেই আসরে সর্বার্থসিদ্ধি। এখন কর্ম কী? 'কৃ' ধাতুর উত্তর 'মন' প্রত্যয় করে 'কর্ম' শব্দ নিষ্পন্ন। এখানে 'মন' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। ক্রিয়ার শেষে যুক্ত হয় একটা suffix যাকে সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় প্রত্যয়। আর prefix কে সংস্কৃতে বলে উপসর্গ। ধাতুর আগে বসে বা মূল ধাতুর অর্থকে নতুন নতুন অর্থে অর্থবান করে তোলে তাই উপসর্গ। আর প্রত্যয়ের কাজ হ'ল প্রতিটি শব্দকে সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করা। তাই ক্রিয়ার শেষে যখন প্রত্যয় যুক্ত করি তাতে এক একটা বিশেষভাবে নিষ্পন্ন হয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যয় নির্বাচন করা হয়ে থাকে। যেমন—'পঠ' ধাতু। যেমন পড়া হয়ে থেকে এই অর্থে সংস্কৃতে হবে 'পঠিতং পুস্তকং'। কোন ছাত্রকে পড়াচ্ছ। এক্ষেত্রে 'পঠ্' ধাতু ণিচ্ 'ক্ত' করে 'পঠিত'। তেমনি 'পঠ' ধাতুর উত্তর 'তুম্' প্রত্যয় করে 'পঠিতুম্'। ঠিক তেমনি যখন নিজের কোনও কাজ কর তো বল—'করছি'। আবার অপরকে দিয়ে যখন করাও তখন বল— 'করাচ্ছি'। হিন্দীতে 'ম্যায় করতা হুঁ' (আমি নিজে করি)। 'ম্যায় করতা হু' (আমি করিয়ে নিই) আর 'ম্যায় করবাতা হু' (আমি তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে দিয়ে করিয়ে নিই)। এইভাবে হিন্দীতে তিন প্রকার ধাতুরূপ হয়েছে—করনা, করানা, করওয়ানা।

লিও তলস্তয়—নিখাদ এবং পরিপূর্ণ আনন্দের মতো নিখাদ এবং পরিপূর্ণ দুঃখও কার্যত অসম্ভব।

আইজ্যাক নিউটন—নাস্তিকতা অর্থহীন। পৃথিবী সূর্যের থেকে এমন দূরত্বে, যাতে উপযুক্ত আলো—তা আসে। এটা কাকতলীয় নয়।

পাবলো নেরুদা—এই মুহূর্তে আমি একটিমাত্র জিনিসেরই আকাঙ্খা করি। সেটি হল, খাদ্যের ন্যায় বিচার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা আর সবই তার অধীন।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

মাসতামামি

১ সেপ্টেম্বর	— আন্তর্জাতিক সংহতি এবং যুদ্ধবিরোধী দিবস
	পোল্যান্ডকে আক্রমণ করল জার্মানি ১৯৩৯
	আই এন এ গঠিত হল ১৯৪২
	জীবন বিমা নিগম গঠন হল ১৯৫৬
২ সেপ্টেম্বর	— ভিয়েতনামকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা ১৯৪৫
	ভারতে অস্থায়ী সরকার গঠন করল ১৯৪৫
	নন্দন ফিল্ম সেন্টারের উদ্বোধন হল ১৯৮৫
৩ সেপ্টেম্বর	— হো চি মিনের প্রয়াণ ১৯৬৯
	অভিনেতা উত্তমকুমারের জন্ম ১৯২৬
	ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত হল বিশ্বশান্তি সম্মেলন ১৯৩৬
৪ সেপ্টেম্বর	— লেখক এস. ওয়াজেদ আলির জন্ম ১৮৯০
	কার্টুনিস্ট শংকরণ কুট্টির জন্ম ১৯২১
	দাদাভাই নওরোজির জন্ম ১৮২৫
৫ সেপ্টেম্বর	— জাতীয় শিক্ষক দিবস।
৬ সেপ্টেম্বর	— ইনসুলিনের আবিষ্কারক জন জেমস ম্যাকলয়েডের জন্ম ১৮৭৬
৭ সেপ্টেম্বর	— শরৎচন্দ্র বোসের জন্ম ১৮৮৯
	লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৪
৮ সেপ্টেম্বর	— আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস
	ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু ১৯৬২
	সঙ্গীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকার জন্ম ১৯২৬
৯ সেপ্টেম্বর	— মাও সেতুংয়ের প্রয়াণ ১৯৭৩
	লিও স্টলস্টয়ের জন্ম ১৮২৬
১০ সেপ্টেম্বর	— গোবিন্দ বল্লভ পন্থের জন্ম ১৮৮৭
	হরিয়ানা ও পঞ্জাব দুটি পৃথক রাজ্যের ঘোষণা ১৯৬৬
১১ সেপ্টেম্বর	— বিশ্ব বানিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস হল ২০০১
	আচার্য্য বিনোবাভাবের জন্ম ১৮৯৫
	শিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন শুরু ১৮৯৩
১২ সেপ্টেম্বর	— সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪
	কোরিয়াতে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন হল ১৯৪৮
১৩ সেপ্টেম্বর	— লেখক মুজতবা আলির জন্ম ১৯০৪
	তেলেঙ্গানায় আন্দোলনরত মানুষের ওপর পুলিশের অত্যাচার ১৯৪৮।
১৪ সেপ্টেম্বর	— ব্রিটেন জর্জিয়ান ক্যালেন্ডারকে স্বীকৃতি দিল ১৭৫২
১৫ সেপ্টেম্বর	— আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস
	সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৭৬
	আগাথা ক্রিস্টির জন্ম ১৮৯০
১৬ সেপ্টেম্বর	— প্রথম জেরক্স মেশিনে কাজ শুরু আমেরিকায় ১৯৫৯
১৭ সেপ্টেম্বর	— কলকাতায় প্রথম সফরে এলেন ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৭৩
	গনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৫৭
	শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের জন্ম ১৯১৫
১৮ সেপ্টেম্বর	— হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির জন্য অনশন শুরু ১৯২৪
	বার্মাতে মিলিটারি কূপ ১৯৮৮
১৯ সেপ্টেম্বর	— সংগীতশিল্পী সুমিত্রা মিত্রের জন্ম ১৯২৪
	চিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ১৮৯৩
	জল চুক্তি স্বাক্ষর হল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬০
২০ সেপ্টেম্বর	— সিপাহী বিদ্রোহের পর দিল্লি পুনরুদ্ধার করেন ব্রিটিশ সেনারা ১৮৫৭
	নেদারল্যান্ডের মহিলাদের ভোটদানের অধিকার ১৯১৯
২১ সেপ্টেম্বর	— পারমাণবিক অপসারণ চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৭৭
	রাইখস্ট্যাগে অগ্নি সংযোগের দায়ে দিমিত্রভের বিচার শুরু ১৯৩৩
২২ সেপ্টেম্বর	— চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্তে গৃহযুদ্ধ বন্ধ হল ১৯৩৭
২৩ সেপ্টেম্বর	— পাবলো নেরুদাকে হত্যা ১৯৭৩
	ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ শেষ ১৯৬৫
২৪ সেপ্টেম্বর	— বম্বে, কলকাতা এবং মাদ্রাজে পুরসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭২৬
২৫ সেপ্টেম্বর	— সামাজিক ন্যায় দিবস
	অ্যাটম বোমা পরীক্ষার কথা ঘোষণা করল সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৯
	শেষবারের মতো 'ভাস্কো-দা-গামা' ভারতে এলেন পর্তুগালের ভাইসরয় হিসেবে ১৫২৪
২৬ সেপ্টেম্বর	— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০
	রানী রাসমণির জন্ম ১৭৯৩
২৭ সেপ্টেম্বর	— ভগৎ সিংয়ের জন্ম ১৯০৭
২৮ সেপ্টেম্বর	— পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা ১৯৭৮
২৯ সেপ্টেম্বর	— কলকাতায় বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম চালু হল ১৯৬২
	গঙ্গাজল নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৭৭
৩০ সেপ্টেম্বর	— জাপানে ভয়াবহ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ১৯৯৯
	লাতুরে ভূমিকম্পে প্রচুর মানুষের মৃত্যু ১৯৩৩

আমেরিকার শুল্কনীতি নিয়ে কী একটু বেশি হৈ চৈ হচ্ছে

কিশোরকুমার বিশ্বাস

গত কয়েকমাস ধরে ভারতের অর্থনৈতিক আলোচনাতে সবচেয়ে বেশি স্থান পাচ্ছে ভারতের আমেরিকাতে রপ্তানীর ওপর শুল্কের হার কত বাড়বে। ফলে ভারতের প্রভূত ক্ষতি হবে। মনে হচ্ছে দেশের কাছে এটাই যেন একটা বাঁচার মতো বিষয়। এটা ঠিক ভারত চাইছে বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়াতে। তবে মনে রাখতে হবে এখানে রপ্তানি বেশি বেড়েছে পরিষেবা ক্ষেত্রে। দ্রব্যের ক্ষেত্রেও বেড়েছে তবে পরিষেবা রপ্তানি বৃদ্ধির হার বেশ বেশি।

রপ্তানির গুরুত্ব সাধারণভাবে কী রকম?

রপ্তানির অর্থ হল দেশে উৎপাদন করে অন্য দেশে বিক্রি করা। এর ফলে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনের বাজার দেশের বাইরে ছাপিয়ে যায়। এর ফলে দেশে উৎপাদন বাড়ে, কাজের সুযোগ বাড়ে। এছাড়া বিদেশে বিক্রি করতে গেলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যেতে হয়।

এছাড়া বিদেশে বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। তা দিয়ে দেশের প্রয়োজন মতো বিদেশি দ্রব্য আমদানী করা যায়। আমদানী দ্রব্য যদি মূল্যবান ভোগ্য সামগ্রী হয়, গাড়ি দামি গাড়ি, পেন, খাদ্য, পোষাক ইত্যাদি। আবার নিজেদের দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত করতে বিদেশি টেকনোলজি, যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের উপাদান আমদানী করতে বিদেশি মুদ্রা লাগে। তাই রপ্তানি বাড়ানো সব দেশেরই একটা লক্ষ্য থাকে।

ভারত রপ্তানি করলে মূলত আমেরিকান ডলার পায় ইউরো পায় বা পাউন্ড পায়। সেগুলো আবার আমদানি করতে খরচ হয়। বিদেশি বিনিময় হয় বিদেশি মুদ্রার বিনিময় করে। বিদেশি মুদ্রার বিনিময় মূল্য নির্ধারিত হয় তার চাহিদা এবং যোগানের ওপর। ভারত যেহেতু সব সময়ই রপ্তানির চেয়ে আমদানী বেশি করে তাই ভারতের রুপির বিনিময় মূল্য, আমেরিকার ডলারের তুলনায় অনেক কম।

কেন আমেরিকা এই শুল্কহার এভাবে বাড়াচ্ছে?

এই আমেরিকার নেতৃত্বেই একসময় উদার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পৃথিবীতে চালু হল। যার এখটা বড় অর্থ হল যদি পৃথিবীতে কোন দেশকে টিকে থাকতে হয় তবে তার উচিত হবে অর্থব্যবস্থাকে খোলা অর্থব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। এ অর্থ ওই দেশকে বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগকে অধিকার দিতে হবে, বিভিন্ন দেশের দ্রব্য বিক্রি যাতে করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য আভ্যন্তরীণ অর্থব্যবস্থা যা যা করার তাই করবে। আবার সেই দেশের পুঁজি বা ক্যাপিটাল এবং উৎপন্ন দ্রব্যও অন্য দেশে অবাধে যাতে ঢুকতে পারে সেই ব্যবস্থাও থাকবে।

এই বিষয়টি দেখভাল করার জন্য ওয়ালিড ট্রেড অরগানাইজেশন বা ডব্লিউটিও তৈরি হল। কোন নিয়ম ভঙ্গ হলে ওই সংস্থায় গিয়ে সুবিচার যাতে পাওয়া যায়।

চিন এই সুযোগে পৃথিবীর ইতিহাস তৈরি করল। তার রপ্তানির পরিমাণ এত বেশি হল যে অনেকে চিনকে 'পৃথিবীর কারখানা' বলতে লাগল। তিনি দশকের বেশি দিন ধরে তার আর্থিক বৃদ্ধির হার দশ শতাংশ বেশি হল। এইভাবে চিন, দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থ ব্যবস্থায় পরিণত হল এবং আমেরিকাকে পাল্লা দেবার জায়গায় পৌঁছল। আমেরিকার বহু উৎপাদনক্ষেত্র বন্ধ হয়ে গেল চিনের সঙ্গে পাল্লা না দিতে পেরে। এই সঙ্কটকে মোকাবিলা করতে গিয়ে নিজের দেশে উৎপাদন ক্ষেত্র ফিরিয়ে আনার জন্যই বর্তমানে আমেরিকার সরকার আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে নিজেদের দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা আবার ফিরে পেতে চাইছে।

আমদানি শুল্ক বাড়ায় ভারতের কী অসুবিধা হতে পারে?

ভারতের মোট দ্রব্য রপ্তানির প্রায় ১৮% আয় আমেরিকার এটা ভারতের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার। তাই ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের ওপর প্রথমে ২৫% শুল্ক চাপালে আমেরিকাতে ঐ দ্রব্যগুলোর দাম বাড়বে। ফলে ঐ জিনিস গুলোর চাহিদা কমবে কারণ এই বাড়তি শুল্কের দায় আমেরিকার ক্রেতাদেরই বহন করতে হবে। এছাড়া ওই জিনিস গুলোর দাম বাড়লে একটা অন্য অসুবিধা হবে। উৎপাদকরা একটা বিশেষ উৎপাদন লক্ষ্য করে সংস্থা তৈরি করছে। তাই হঠাৎ উৎপাদন কমে গেলে তাদের অন্য অনেক ক্ষতিও হতে পারে। এগুলোর হিসাব অনেকেই করছেন না। কেবল উৎপাদন কমলে আয় কমবে তা এখনই নির্ধারণ করা কঠিন।

অর্থনীতিবিদরা দেখাচ্ছেন আমদানী শুল্ক বাড়ালে, রপ্তানি কতটা কমে তা এক ধারণা অর্থশাস্ত্রে আছে এবং যেটাকে বলে ইমপোর্ট ট্যারিক ইলাস্টিসিডি অর এক্সপোর্ট (Import tariff elasticity of export)। এর অর্থ হল কতটা শতাংশ আমদানী শুল্ক বাড়লে তার প্রভাবে কত শতাংশ রপ্তানি কমে। তবে এর সঙ্গে ভাবতে হবে অন্যান্য দেশের ওপর কত কত শুল্ক চাপছে যারা ওই দ্রব্যের অনুরূপ দ্রব্য উৎপাদন করে। তবে মনে রাখতে হবে হিসাব সহজে করা যাবে না। কারণ দাম কিছুটা বাড়লেই তাদের চাহিদা কত কত কমবে তা সহজে বলা যায় না। কোন প্রকৃতির জিনিস এবং তাদের পছন্দ ইত্যাদি বড় কারণ। তাছাড়া ওষুধ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস একটু দাম বাড়লেই কেনা কমে যাবে একই পরিমাণে তা সবসময় হয় না।

তাই ভারতে তবে কী কী করতে হতে পারে?

জয়তী ঘোষ সহ অনেক অর্থনীতিবিদই মনে করেন আমেরিকার শুল্ক বাড়নোর ফলে ভারতের তেমন কিছু ক্ষতি হবে না এবং হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এর জন্য ভারত ইউরোপের সঙ্গে নিত্যচুক্তি করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য চুক্তি হয়ে যাবে সামনে। এছাড়া এশিয়ান দেশসহ বিভিন্ন দেশগোষ্ঠীর সঙ্গেও বাণিজ্য চুক্তি হওয়ার চেষ্টা চলছে। এছাড়া চিন, রাশিয়া, জাপান সবাই ভারতের বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে অদূর ভবিষ্যতে। এছাড়া জয়তীর মধ্যে আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো উঠে আসছে উন্নয়নের দিক থেকে। তাই আপাতত ছোট হলে আগামীদিনে তারা ভাল বাজার হতে পারে ভারতে। তাই সুযোগ এবং ইচ্ছা তৈরি করতে পারলে ভারতের ভালই হবে জয়তী মনে করেন ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারকে কাজে লাগানো সবচেয়ে জরুরি। তার জন্য দেশের সাধারণ মানুষের আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তবে রাষ্ট্রনায়করা তা বুঝবে কী এটাই সন্দেহ।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার কমছে, ভাল খবর কিন্তু সমস্যা অনেক ভারতের অর্থব্যবস্থায়

নিজস্ব প্রতিনিধি- ভারতে খুচরো মূল্য বৃদ্ধির হার নেমে এসেছে। ১.৫৫ শতাংশে। এটা হল জুলাই মাসের ফল। এই এই নীচে মূল্যবৃদ্ধির হার ২০১৭-র জুন মাসের থেকে আর দেখা যায়নি। স্বভাবতই সরকার পক্ষ এটাকে এক বিশেষ সাফল্য হিসেবে দেখাচ্ছে। আমরা জানি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মূল্যবৃদ্ধির হার সহ্য করবে যদি তা ২% থেকে ৬%-র মধ্যে থাকে। তাই জুলাই মাসে বৃদ্ধির হার ১.৫৫% হওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে। কিন্তু জিনিষের দাম কেন বেড়েই চলবে, কেন দাম বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক হবে না, যাতে করে সাধারণ মানুষের সুবিধা হয়। যেহেতু টেকনোলজির উন্নতি হচ্ছে তাই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম তো কমে কমেই যেতে পারে। তা হলেই সাধারণ মানুষের জীবনধারণের খরচ কমবে এবং তাদের সঞ্চয় বাড়বে। এই সঞ্চয়ই তো দেশে বিনিয়োগ সৃষ্টি করবে এবং দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার বাড়বে। এটাও অবশ্যই একটা বড় যুক্তি। গত ১২ই আগস্ট স্ট্যাটিসটিক্স এন্ড প্রোগ্রাম ইম্প্লিমেন্টেশন মন্ত্রক (Ministry of Statistics and Programme Implementation) জানিয়েছে গত জুলাই এ ভোগ্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার (লিপিআই) গত ৯ মাস ধরেই কমছে এবং গত জুলাই-এ তা নেমে ১.৫৫% আবার ভাল খরচ হল এই কমে যাওয়ার পিছনে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির হার একেবারে ঋণাত্মক অর্থাৎ –০.৮%। গত জুনেও ঋণাত্মকই ছিল এই ক্ষেত্রের মূল্যবৃদ্ধির হার – ০.২% এ। এটা আবার ২০২৪-এর জুলাই ছিল ৫.১% অর্থাৎ অনেকটাই বেশি। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ওই মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী তরিতরকারি, ডাল, মশলা এবং মাংসের দাম ছিল নিম্নমুখী। বিশেষজ্ঞরা অনেকেই মনে করছেন এখন কিছুদিন খাদ্যদ্রব্যের দাম কমের দিকেই থাকবে কারণ ভাল বর্ষা এবং ভাল চাষবাস এর খবর আসছে দেশের বিভিন্ন দিক থেকে। তাই জুলাই-এ সব্জির মূল্য বৃদ্ধি কমেছে ২১% এবং ডালের ক্ষেত্রে তা ১৪%।

আবার কোর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অর্থাৎ খাদ্য এবং জ্বালানি তেল বাদ দিয়ে অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির হারও কমে ৪.১% হয়েছে গত জুলাই মাসে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, এই কম মূল্যবৃদ্ধির হার অনেকটা গত অর্থবর্ষের উঁচু হার থাকার জন্য। তাই সাধারণ মানুষ এখনও খুব স্বস্তিতে নেই এবং এই অবস্থাটা চলবে ২০২৫-এর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

কিন্তু বহুক্ষেত্রেই অর্থব্যবস্থা দুর্বলতা আছে

কর আদায়ের অবস্থা আশানুরূপ নয় কারণ এই সময়ে কর্পোরেট নয় এমন ক্ষেত্রের কর আদায় ৮.৩% বর্ষে গেছে গত ২০২৪-২৫-এর ৪.৮৩ লক্ষ কোটি টাকার চেয়ে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত কর প্রদান হল এক্ষেত্রের আওতায়। আবার কর্পোরেট কর আদায় বাড়লেও, বৃদ্ধির হার সামান্যই। গত অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫ এ আর্নিং ছিল ৩.০৮ লক্ষ কোটি তা এই সময়ে হয়েছে ৩.৩৩ লক্ষ কোটি। তবে এই কর আদায়ের বৃদ্ধির হার কম হওয়ার একটা বড় কারণ রিফান্ডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া।

ভোগ্য পণ্যের চাহিদার বৃদ্ধি না বাড়া চিন্তার বিষয়

বেশ কয়েকটি ত্রৈমাসিক ধরেই জানা যাচ্ছে যে আগে যেমন গ্রামীণ ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়ছিল না এখন সেই অবস্থাটা গ্রাস করেছে শহরাঞ্চলকে। শহরের মানুষের ভোগ্যপণ্যের চাহিদার কিছুটা কমেছে গত বেশ কয়েকমাস ধরে। তবে গত ৩/৪ মাস ধরে দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ ক্ষেত্র খাদ্যদ্রব্য বহির্ভূত ভোগ্যপণ্যের চাহিদা একটু একটু করে বাড়ছে। মাসিক গড় মাথাপিছু ভোগ্যপণ্যের ওপর খরচে শহর এবং গ্রামের মধ্যে বেশ পার্থক্য এখনও আছে। তবে শহরের চাহিদা কমায় এবং গ্রামে চাহিদা একটু করে বাড়তে থাকায় এই শহর-গ্রামের পার্থক্য কমতে শুরু করেছে। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের চাহিদা বিশেষ বাড়ছে না। তবে মনে রাখতে হবে এইসব হিসাব দিয়ে গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার স্থায়ী চিত্র ভাল হয় না। কারণ ক্যান্টারের হিসাব অনুযায়ী গ্রামে গড় মাথা পিছু খরচ ২০০৪ সালে যেখানে ছিল ৫৭৯ টাকা তা বেড়ে ২০২৩ সালে হয়েছে ৩৩৭৩ টাকা। কুড়ি বছরের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে এবং খরচের বিভিন্নতা লক্ষ্য করলে প্রতিদিন গড়ে ১১০ টাকা মাথা পিছু খরচ কখনও তা প্রকৃত দারিদ্র্যকে দূর করতে পারে না। ওই একই সময়ে শহরে মানুষের মাথাপিছু খরচ ১,১০৫ টাকা থেকে ৬৪৫৯ টাকা হয়েছে। গ্রামের চেয়ে শহরের ভোগ্য পণ্যের খরচ তাই ৪০% বেশি বলেই মনে করে ক্যান্টারের প্রতিবেদন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন গ্রামের মানুষের চাহিদা গড়ার মূল কারণ সরকারে গ্রামীণ ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি খরচ করা।

গাড়ী / ফ্ল্যাট বিক্রিতে ও বাজার দুর্বল

ভারতে বিভিন্ন প্রকারের অটোমোবাইলের বিক্রি থেকে দেশের আর্থিক হাল বিচার করার একটা প্রবণতা চলে আসছে। সেই বিচারেও দেখা যাচ্ছে গত জুন মাসেও যাত্রীবাহী গাড়ির বিক্রি কমেছে ৬.৩% । গাড়ি বিক্রেতাদের সংগঠন সিয়াম এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জুনে ২.৭৬ লক্ষটি গাড়ি বিক্রি হয়েছে ভারতে যা গত বছরে ওই সময়ের চেয়ে ৬.৩% কম। দু'চাকার যান বিক্রি ১৫.৬ লক্ষ যা তা ৩.৪% কম। তবে তিন চাকার যানের চাহিদা ৫.১% বেড়ে হয়েছে প্রায় ৬০ লক্ষ ৭৫ হাজার। মোটর গাড়ী বিক্রি ৭.৪% কমে হয়েছে। প্রায় ৩ লক্ষ ১৩ হাজার। তবে গত জুলাই মাসে এই এই পরিস্থিতি কিছুটা পাল্টেছে। কিছু গাড়ি প্রস্তুতকারক কিছুটা ভাল করেছে আবার অনেকে খারাপ করেছে। মোটের ওপর স্থিতিশীল পরিস্থিতি।

ভারতের প্রধান ৮টি শহরের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে ফ্ল্যাট বিক্রি ১৮% বেশি হয়েছে ২০২৪-২৫-এ। সংখ্যার বিচারে পাঁচ লক্ষের বেশি ফ্ল্যাট বিক্রি হয়েছে। আবার প্রথম ১৫টি ২টিয়ার শহরে ফ্ল্যাট বিক্রি বেড়েছে মাত৪% ২০২৪ সালে।

সামগ্রিক বিচারে ভারতের অর্থব্যবস্থা সার্বজনীন নয়

দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার যার যার ওপর নির্ভর করে তার মধ্যে অর্থব্যবস্থার সামগ্রিক চাহিদা কত তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা নির্ভর করে দেশের মানুষের আয় কত। এই ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা আশাব্যঞ্জক নয়। কারণ দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের আয় অত্যন্ত সীমিত। তাদের অনেকটা নির্ভর করতে হয় সরকারি অনুদানের ওপর। অনুদান এতই কম যে তাতে করে জীবনের নূন্যতম চাহিদা মিটলেও তাদের বাজারে অংশ নেওয়ার ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে।

কৃষি উন্নয়নের নতুন পথ চাই, চাই কৃষি গবেষণার বৃদ্ধি। এছাড়া কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প যেখানে প্রায় ছয় কোটি লোক নিয়োজিত সেখানে উন্নয়ন জরুরি। এর ফলেই দেশের প্রায় ৬০% লোকের আর্থিক হাল ফিরতে পারে। এই পদ্ধতিতেই দেশের অগ্রগতি সম্ভব।

তাছাড়া শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের বিষয়ে উন্নতি চাই। তা না হলে দেশের জনসম্পদ দুর্বল থাকবে। তা হলে উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত হতে পারবে না। মহিলাদের মাত্র ১৮ থেকে ২০ শতাংশ অর্থের বিনিময়ে কাজ করে এই ভারতে। এই মহিলাদের ও কাজের বাজারে না আনলে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তারপরই আসবে স্বচ্ছ প্রশাসন। ভারতে যা একেবারেই অনুপস্থিত। কারণ দুর্নীতির চোরা বালিতে সব কিছুই শুকিয়ে যায়।

চিন-ভারত-রাশিয়া-পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা, ট্রাম্পকে চাপে রাখবে

জীবনচন্দ্র পাইন

শুল্ক যুদ্ধ পরিস্থিতিকে জটিল অবস্থায় নিয়ে গেলেও, পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর অনেক পথ খুঁজে নিচ্ছে ভারত। ২৭ শে আগস্ট আমেরিকায় রপ্তানি করা পণ্যের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক চেপেছে। অর্থাৎ আমেরিকা ভারতের ওপর মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপালো। সারা বিশ্ব এটা ভালোভাবে নেয়নি। আমেরিকা চাইছে দেশের কৃষি, দুগ্ধজাত পণ্যের বিরাট বাজার আমেরিকার কাছে হাট করে খুলে দেওয়া হোক আর অন্যদিকে রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধ করা হউক। ভারত কোনটাই মেনে নেয়নি। ফলে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল ভারত আমেরিকার মধ্যে তা একরকম ভেস্তে গেল বলা যায়। এর ফলে আমেরিকার ওপর নির্ভরশীলতা থেকে ভারত ক্রমশ বেরিয়ে আসার পথ সময়ই তাকে করে দিচ্ছে। আমেরিকার এই 'চাপ বাড়ানোর' নীতি থেকে নিজেদের সরে দাড়ানোর পথ হিসেবে ভারত চিন-রাশিয়া পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর চেষ্টা করে চলেছে। শিল্পক্ষেত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ (Rare Earth Minerals) এবং সার সরাবরাহের প্রক্রিয়া সহজ করার আশ্বাস দিয়েছে চিন। এটা একটা ইতিবাচক দিক। শক্তিশালী এবং আরও বেশি আত্মনির্ভর ভারত চিনের সঙ্গে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে আরও ভালো জায়গায় আগামীদিনে নিয়ে যাবে বলে মনে হয়। সম্প্রতি রাশিয়া সেখানকার উরাল ক্রুডের (Ural Crude) দাম ব্যারেলে '3' ডলার করে কম নেওয়ায় ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০১৯-২০২০ সালে ভারত যেখানে মোট তেল আমদানির ১.৭ শতাংশ আমদানি করেছিল তা ২০২৪-২০২৫ শে ৩৫.১ শতাংশ করেছে। আগামীদিনে আরও বাড়বে। তাছাড়া দেশীয় মুদ্রায় (টাকায়) তেল কেনার সুযোগ রাশিয়া করে দেওয়ায় বিদেশি মুদ্রার খরচ (ডলার) কমেছে। মোট কথা আত্মনির্ভরতার দিকে ভারত ক্রমশ এগোচ্ছে। যা অত্যন্ত ইতিবাচক দিক বাজারের পক্ষে। স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী জিএসটি কমানোর কথা বলেছেন, এতে মানুষের যাতে টাকার যোগান বাড়বে। ফলে চাহিদা বাড়বে।

গত এপ্রিল-জুনের বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক ফলাফল মিশ্র। বাজারে তেমন উত্তেজনা না থাকলেও বিভিন্ন সংস্থা IPO থেকে প্রচুর টাকা তুলেছে বাজার থেকে। যা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের শেয়ার বাজারের উপর আস্থা জুগিয়েছে। ফলে বাজারও উপরের দিকে যাওয়ার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে। নীচে বিনিয়োগ ভাবনাকে সামনে রেখে কিছু শেয়ার নিয়ে আলোচনা করা হল ঃ

কল্যাণী স্টীল (Kalyani Steel) ঃ কল্যাণী গ্রুপের কোম্পানি। বহু পুরনো কোম্পানি। মূলত আয়রন অ্যান্ড স্ট্রীল এর বিভিন্ন প্রোডাক্ট তৈরি করে। Transmission sector, connecting rubur, gear ইত্যাদি প্রোডাক্টের কাঁচামাল কোম্পানি তৈরি করে। বাজাজ গ্রুপের সাথে এদের tie-up আছে। বাজাজ কোম্পানিতে কাঁচামাল (Raw Material) হিসাবে এদের জিনিস যায়। 'কল্যাণী গ্রুপের' যে Goodwill তা এই প্রোডাক্ট বর্তমানে আছে। ভবিষ্যতেও পাবে। শেয়ারের বর্তমান দাম ৮৯৮ টাকার কাছাকাছি। ওপরে ১২৮০ টাকা গেছিল। সেখান থেকে সংশোধন করে বর্তমান দামে দাড়িয়ে আছে। স্বল্প মেয়াদে ১১৫০ -১২০০ টাকার কাছে যেতে পারে। মধ্যমেয়াদে ও দীর্ঘমেয়াদে ভালো দাম পাবেন। এই শেয়ারে বিনিয়োগ ভাবনা রাখলে প্রভূত লাভবান হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

গারওয়ার টেক ফাইবারস (Garwar Tech Fibres) ঃ পুরোনো কোম্পানি। কোম্পানির segment হচ্ছে Technical textile। ভালো Pay degree বালা কোম্পানি। কোম্পানির Fundamenal base খুব ভালো। বিশ্বব্যাপী (world wide) এদের কর্মকাণ্ড। খেলাধূলার বিভিন্ন সরঞ্জাম এরা পৃথিবীব্যাপী তৈরি করে।শেয়ারের বর্তমান দাম ৮৯৫ টাকার আশেপাশে। ২৫ শতাংশ Return on Equity, 19% Return on capital। গত ৫ বছরে নীট মুনাফা ও বিক্রি খুব চমকপ্রদ। বিদেশী বিনিয়োগকারী ও দেশী বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলোর হাতে 20 – 21 শতাংশ হোল্ডিং আছে। বড় বড় মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলোর শেয়ার তালিকায় এই শেয়ার আছে। বর্তমান দামে বিশেষজ্ঞদের মতে নেবার মত শেয়ার এবং স্বল্পমেয়াদে ১১০০-১১৫০ টাকা অবধি যেতেপারে, মধ্যমেয়াদে ১৪০০ টাকার কাছে যাবার লক্ষ্যমাত্রা দিচ্ছে। ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করে রাখলে ভালো মুনাফা পাবেন। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

Yes Bank নীচে ১৮.০০ টাকা থেকে বর্তমান দাম ১৯.৫০ টাকা। মুনাফা নিতেও পারেন বা হোল্ডিং করেও রাখতে পারেন। SIP চলবে। সম্প্রতি জাপানের এসএমবিসি (SMBC) একটি উল্লেখযোগ্য আর্থিক সংস্থা। Yes Bank-এর ২৪.৯৯% অংশীদারী কেনার জন্য আরবিআই (RBI)-এর অনুমোদন পেয়েছে। Yes Bank এর কর্মকাণ্ড এবং Fundamental base ধীরে ধীরে মজবুত হচ্ছে। মোটের ওপর Banking Sector এ গতি আসছে। defence সেক্টর এবং Real estate সেক্টরে বর্তমান সময়ে ও আগামীদিনে গতি আসবে।

কমোডিটি (Commodity) ঃ

সোনার রুপোর গতি কিছুটা স্থিমিত হলেও দীর্ঘ মেয়াদে সোনার থেকে রুপোর দৌড় বাড়বে। বর্তমানে রুপো ১,১০,০০০ টাকা থেকে ১,১৪,০০০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। রুপো বেচে না খেলে বরং নিচের দিকে আসলে কিনে কিনে ফেলুন। ১ লাখ ১০ হাজারের কাছে আসলে নেবার কথা ভাববেন। রুপো উপরে ৩০ হাজার টাকার লক্ষ্যমাত্রা দিচ্ছে। সোনা ঠিক উল্টো ১ লক্ষ ২ হাজার টাকার কাছে এলে বেচে রাখুন। নীচে পাবেন। তবে stop loss নিয়ে খেলবেন। ক্রুড ওয়েল (crude oil) 5400 টাকার কাছে এলে নিয়ে খেলুন। লাভ করতে পারবেন। তবে ছোট ছোট আকারে লাভ ঘরে তুলুন। বড় আকারে লাভ এখন পাওয়া যাবে না। বাজার খুব volatile। ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল নয়। ২৬৫ টাকার আশেপাশে stop loss দিয়ে natural Gas নিয়ে খেলতে পারেন।

মোটামুটি আজ এই পর্যন্ত। খবরের ডালি নিয়ে আবার দেখা হবে। পত্রিকায় নজর রাখুন। (মতামত নিজস্ব) জীবনচন্দ্র পাইন। ৯৮৭৫৫৩০৫৮৯ ৯৮৩০১৮৬১৯৮

বাঙালির অস্মিতা রক্ষার লড়াই চলবে কতদিন ?

নিজস্ব প্রতিনিধি-বর্তমান রাজনীতির পরিচালন শক্তি আর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের হাতে নেই। যদিও এর রাজনৈতিক সুবিধা একটা রয়েছে কিন্তু গোটা ভারতে বাঙালির যে সম্মান ছিল, তার আদতে ছিল মৃত ভদ্রলোকেদের আধিপত্য। রাজনীতির রং পাল্টেছে বলে সেই সম্মানও ফিকে হয়ে গেছে। একথা বলাটা রাজনৈতিক অশুদ্ধতা হতে পারে কিন্তু মিথ্যে বলা হবে না। বাংলার রাজনীতি থেকে যত ভদ্রলোক কমছে, ততই কমছে বাঙালির গৌরব। বাঙালি এখন হিন্দি সংস্কৃতির ঢেউতে গা মাখামাখি করছে। এই কৃতিত্বটা অবশ্যই রাজ্যের শাসকদলের দীর্ঘশাসনের ফসল।

লোকসংখ্যার নিরিখে ভারতে প্রথম ভাষা হিসেবে হিন্দির অবস্থান এক নম্বরে। দ্বিতীয় স্থানে বাংলা। পৃথিবীতে হিন্দি তিন নম্বরে, বাংলার স্থান হল সাত। হিন্দির সাথে তুলনায় বাংলা ভাষার অবস্থান কোথায়? বাংলা ভাষার একটা দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, এটা অনস্বীকার্য। অবাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এখনও বাঙালির মগজ এবং বাংলা ভাষা নিয়ে অনেকক্ষেত্রেই উচ্ছ্বসিত। সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের দিক থেকে বাংলা অনেক এগিয়ে তবে সেটা প্রমাণ কারাটা খুব সোজা ব্যাপার নয়। বিশ্বে এখনও মেধাজীবীদের মধ্যে বাংলা ভাষা অনেকটাই এগিয়ে হিন্দিভাষীদের থেকে। এই ফারাকটা যতদিন থাকবে সেটা বলা খুব কঠিন।

বাঙালির গর্ব করার মতো যে কটা বিষয় রয়েছে, তার মধ্যে একটা হল রাজনৈতিক সচেতনতা। বাঙালি পরিচিতি নিয়ে এখন গোটা দেশে একটা সংঘাত তৈরি হচ্ছে, বাংলায় সেটাকে দেখতে হবে দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের বিভেদ হিসেবে। নিম্নবিত্ত বাংলাভাষী মানুষকে যত্রতত্র বাংলাদেশি স্ট্যাম্প লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা নিয়েই এই রাজ্যে একটা নতুন কীর্তন শুরু হয়েছে।

নিম্নবিত্তের ভোটেই সরকার নির্ধারিত হন বলেই তাদের উন্নয়টাও জরুরি। কিন্তু সেটাতে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে। বাঙালির স্বাভিমান বজায় রাখার যে নতুন লড়াইটা শুরু হয়েছে তাতে কিন্তু সেই তথাকথিত 'মধ্যবিত্ত বাঙালি'-দের পাশে পাওয়া খুবই মুশকিল। এটাই একটা চরম রসিকতা। ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাঙালিরা জাতির গৌরব ছিল, সুবিধাভোগী ছিল, তাঁরাই এখন এই নতুন লড়াইতে নেই। এখন প্রতিদিনই ধমনির্বিশেষে গরীব পবিযাযী বাঙালিকে 'অনুপ্রবেশকারী' বলে চটিয়ে দিয়ে দেশের শাসকদল নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরে অন্যের সুবিধা করে দিচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন যথেষ্ট যৌক্তিক। যদিও একদল চাইছেন মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার থেকেও জরুরি অনুপ্রবেশ কারীদের চিহ্নিত করতে। বাঙালির মননকে ছুঁতে রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক যে লড়াই চলছে, তাতে আগামীদিনে দেশের অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে। কারণ এখানে বাংলা ভাষা আর বাঙালি একটা অজুহাত মাত্র, মুল উদ্দেশ্য ভোট বাক্স ভর্তি করা।

প্রিয় সম্পাদক

আমাদের স্বাধীনতা

স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বের সামনে ভারতবর্ষ আত্মপ্রকাশ করেছে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। এরই মাঝে আমরা অতিক্রম করেছি প্রায় আট দশক। কুটনীতির ক্ষেত্রেও ভারতের অবস্থানও বিশ্বের কাছে গুরুত্বপুর্ণ। একবিংশ শতাব্দীতে পা রাখার পর অর্থনীতি, সামাজিক এবং অবশ্যই প্রযুক্তিগত দিক থেকে ভারত আরও আধুনিক হয়েছে। কিন্তু সঠিকভাবে বিচার করলে ভারতের বর্তমান ছবিটা বড়ই শীর্ণ। বিশেষ করে ২০২৫ সালে দেশের মধ্যে শ্রেণিবৈষম্য বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। জাতপাত, বর্ণভেদ, উচ্চ-নীচু শ্রেণীর মানুষদের যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে। এদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তি চলে গেছে। ভারতবর্ষের ছবিটা এরকম নয়, সব দেখে শুনে মনে হয় যে যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁরা কিন্তু এই ভারতবর্ষ চান নি। আমরা বেশ বলতে পারি, আমার দেশ ভারত সব দিক থেকে স্বাধীন।

শক্তি দাস, কাটোয়া

বদভ্যাসের রকমফের

(ক) পথের পাশে কল থেকে নিজের প্রয়োজনীয় জলটুকু নিয়ে জল খুলে রেখে চলে যাওয়া। এবার যদি তাঁকে প্রশ্ন করেন, কলটা খুলে রাখলেন কেন? সেই মানুষটি উত্তর দিলেন, 'আরে, এখনই কেউ এসে যাবে জল নিতে।'

(খ) বহুতলে থাকেন এমন কিছু আবাসিক আছেন যারা বিড়ি অথবা সিগারেট খেয়ে বাকি জ্বলন্ত অংশটুকু ছুড়ে ফেলেন। অথচ একবারও ভেবে দেখেন না, এই ছোট্ট আগুনটাও কত বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে।

(গ) যে কোনও ধরনের দোকানে খদ্দেরের ভিড় থাকলেও কোনও নেতা বা হোমড়া-চোমড়া এলেই সবাইকে ছেড়ে দিয়ে দোকানদার তাকে আগে মালটা দিয়ে দেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও সেই একই ছবি।

(ঘ) এক শ্রেণীর অভদ্র অভিভাবকদের সৌজন্যে তাদের ছেলেমেয়েরা বাবার সমান রিক্সা চালক, ভ্যান চালক, বাড়িতে পরিচারক বা পরিচারিকাদের তুই তোকারি করে।

রবি দে, খড়দহ

মা আসছেন

পুজো এগিয়ে আসছে। পেঁজা তুলোর মত মেঘের আনাগোনা আকাশে। এরকম মেঘ দেখা মানেই, শরীরে ও মনে একটা অদ্ভুত আনন্দের হিল্লোল হয়ে যায়। আকাশ থেকেই বার্তা আসে—মা আসছেন। সমস্ত বাংলা মেতে ওঠে শারদীয়া উৎসবে। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে মহল্লায়

মহল্লায় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। শহর ঢাকছে প্ল্যাকার্ডে। থিম পুজোর উদ্যোক্তারা চারিদিকে তাঁদের পুজোর বিজ্ঞাপন করছেন। শিল্পীরা কর্মব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অন্যবারের তুলনায় এবার পুজো এগিয়ে এসেছে। কিন্তু বৃষ্টির খবরে মনে আশঙ্কা জাগছে। এবার সবই যেন একটু তাড়াতাড়ি, অক্টোবরের মাঝামাঝি সবশেষে।

ঝুমুর পাল, তমলুক

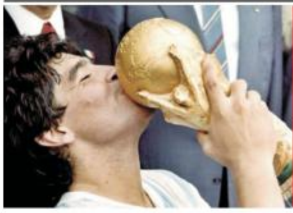

স্টেডিয়াম

সিরাজের ইতিহাসে ভারত, অবিশ্বাস্য জয়

ওভালে জেতার পর

ওভাল- মহম্মদ সিরাজ। চব্বিশ ঘণ্টার তফাতে যিনি ভালো-মন্দের মিশেল। গাস অ্যাটকিনসনের স্ট্যাম্পটা ছিটকে যাওয়ার পর দু'হাত ছড়িয়ে দাড়িয়ে ছিলেন সিরাজ। দেখে মনে হচ্ছিল পুরো দস্তুর একজন যোদ্ধা। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করে যান। একদিন আগে হ্যারি ব্রুকের ক্যাচ ফস্কে খলনায়ক হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম ইনিংসে চার, দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরার পুরস্কার জিতে নেন। ভারত ছ'রানে জিতে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সমতা (২-১) ফেরাল। কী অসম্ভব দড়ি টানাটানি। সুতোর ওপর ঝুলতে থাকা টেস্ট। একটা অমানুষিক চাপ। দল ভরসা রেখেছিল সিরাজের ওপর। সিরাজের সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করেছেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা। প্রথম ইনিংসের মত দ্বিতীয় ইনিংসেও চার উইকেট নিয়েছেন তিনি।

মাত্র ৩৫ রানে ইংল্যান্ডের চার উইকেট ফেলতে হবে। দেশবাসীর সঙ্গে আরও বহু ক্রিকেট যোদ্ধাই ধরে নিয়েছিলেন শেষদিনে ভারত পারবে না। সবার ধারণাকে ছারখার করে দিয়ে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিল ভারত। ক্যাচ ফেলে কে আর খলনায়ক হতে চায়। দর্শকরা টিভিতে খেলা দেখে সিরাজের মুণ্ডপাত করেছেন। আসলে মাঠের ভেতরের খেলাটা অনেক কঠিন। শেষ পর্যন্ত ছ'রানে জিতল ভারত। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত হিসেবে থেকে যাবে মহম্মদ সিরাজের শেষ ইয়র্কারটি। ঘণ্টায় ১৪০ কিমি বেগে আছড়ে পড়েছিল অ্যাটকিনসের অফস্ট্যাম্পে। ৩৭৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ইংল্যান্ড অল আউট ৩৬৭ রানে। ৩০১ থেকে ৩০৩-এর মধ্যে ইংল্যান্ডের পরিণতি যে এত খারাপ হবে তা কে ভেবেছিল।

নিষেধাজ্ঞা আসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি- 'দ্য প্রোমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অফ অনলাইন গেমিং বিল' লোকসভার পরে রাজ্যসভায়ও পাশ হয়েছে। ফলে আর্থিক লেনদেনসহ সমস্ত অনলাইন গেমের ওপরে নিষেধাজ্ঞা আসতে চলেছে। টাকা দিয়ে বাজি ধরা এবং অনলাইনে জুয়া খেলারমতো সব অ্যাপসও নিষিদ্ধ করা হবে। এরপরেও খেলা হলে এক কোটি টাকার মতো জরিমানা হতে পারে। এখন প্রশ্ন উঠছে, ড্রিম ইলেভেনের মতো সংস্থা কি ভারতীয় দলের মূল স্পনসর থাকবে?

শুটিংয়ে অভিনবর সোনা

কাজাকাস্তান- কাজাকাস্তানে আয়োজিত এশীয় শুটিং চ্যাম্পিয়ন শিপের চতুর্থ দিনটি ছিল ভারতের। এদিন ভারতের জুনিয়র শুটাররা পেলেন চারটে সোনা। ফলে ভারতের পদক সংখ্যা এখন ২৬। এর মধ্যে ১৪টি সেরপা, ৬টি রুপো এবং ৬টি ব্রোঞ্জ। জোড়া সোনা জিতেছেন আসানসোলের অভিনব শ। তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

ফিরে এসে সোনা পেলেন চানু

সোনা পেলেন চানু

নিজস্ব প্রতিনিধি- প্রত্যাবর্তনে সোনা জিতে নিলেন মীরাবাঈচানু। কমনওয়েলথ ভারত্তোলন চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম স্থান পেয়েছেন। মহিলাদের ৪৮ কেজি বিভাগে ক্লিন অ্যান্ড জার্কে মোট ১৯৩ কেজি ওজন তুলে তিনি প্রথম স্থান পান। ৩১ বছর বয়সী চানু গত বছর প্যারিস অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণের পর চোট সমস্যায় ছিলেন। চ্যাম্পিয়নশিপের মাধ্যমে আবার ফিরে এলেন। আর এই ফিরে আসাটাকে স্মরণীয় করে রাখলেন সোনা জিতে। ২০২৮ অলিম্পিক্সে ৪৮ কেজি বিভাগে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

সিনসিনাটিতে চ্যাম্পিয়ন আলকারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি- সিনসিনাটির ওপেন ফাইনাল চলাকালীন কোর্টেই অসুস্থ বোধ করছিলেন ইয়ানিক সিনার। এই কারণেই ১- ৫ গেমে পিছিয়ে থেকে ম্যাচ ছাড়েন তিনি। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে সিনসিনাটি ওপেন ফাইনালের ফয়সালা হয়ে গেল। চ্যাম্পিয়ন হলে কার্লোস আলকারেজ। এবছর চতুর্থবার ফাইনালে মুখোমুখি হলেন আলকারাজ এবং সিনার। উইম্বলডনের পর ১৮ আগস্ট ছিল প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম সেটেই তিনটি সার্ভিস ধরে রাখতে ব্যর্থ হন সিনার। প্রথম সেটেই অল্পক্ষণ খেলার মধ্যে ন'খানা আনফোর্সড এরর করেন সিনার। ম্যাচের পর সিনার বলেন,

ইয়ানিক সিনার

তিনি কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ বোধ করছেন। ম্যাচ চলাকালীন তাঁকে মাথায় আইসব্যাগ লাগিয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। আলকারাজ জিতলেও তিনি কোনও উদ্‌যাপন করলেন না। মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে জেসমিন পাওলিনিকে ৭-৫, ৬-৪ সেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন ইগা স্বিয়াটেক।

চলে গেলেন লন টেনিসের রাজা

নিজস্ব প্রতিনিধি- চলে গেলেন এই শহরের প্রিয় মানুষটি। যার অবদান শুধু খেলাতেই নয়। ক্রীড়া চিকিৎসকের ক্ষেত্রে যাঁর অবদান ভোলার নয়। ১৪ আগস্ট কলকাতায় ৮০ বছর বয়সে মারা গেলেন মিউনিখ অলিম্পিক্সে

ভারতের ব্রোঞ্জজয়ী হকি দলের অন্যতম সদস্য ডক্টর ভেস পেজ। কিছুদিন ধরেই তিনি ভুগছিলেন। অবস্থার অবণতি হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি ছিলেন মিডফিল্ডার। ১৯৪৫ সালে গোয়ায় জন্ম ভেস পেজের। ২১ বছর ধরে ভারতীয় রাগবি ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্দ ক্রীড়া মহল। পুত্র লিয়েন্ডার পেজ এখন একা হয়ে পড়লেন।

নৌকা ডুবল ডার্বিতে, শেষ চারে ইস্টবেঙ্গল

জয়ের পর দিয়ামানতাকোসের উল্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি- ফাঁড়া কাটল। সমালোচনার বদলে প্রশংসায় সকলে এখন পঞ্চমুখ। যুবভারতীতে দু'বছর পর ১৭ আগস্ট, ২০২৫-এ এল শান্তির বার্তা। ডুরান্ড কাপের ডার্বিতে বাগানকে এলোমেলো করে দিয়ে ২-১ গোলে জিতল লাল-হলুদ। ইস্টবেঙ্গলের গোলদাতা হলেন দিমিত্রিয়াস, পেনাল্টিসহ ২। মোহনবাগানের হয়ে গোল করেছেন অনিরুদ্ধ থাপা । গত বছর সুপার কাপের ডার্বিতে জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। মাসখানেক আগে কল্যাণীতে কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে হারালেও, যুবভারতীতে জয় বেশ লম্বা সময় ধরে অধরাই ছিল। ম্যাচ শেষ হওয়া মাত্র লাফিয়ে উঠলেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুসো। ক্রমাগত ব্যর্থতার বেদনায় কাতর ছিলেন লক্ষ লক্ষ ইস্টবেঙ্গল সমর্থক, ফুটবলার এবং কর্মকর্তারাও। ১৩৪ তম ডুরান্ড কাপের শেষ আটে ওঠার লড়াই ছিল না এটি। নিজেদের যোগ্য বলে প্রমাণ করার দরকারও ছিল। ডার্বির ৪৮ ঘণ্টা আগে বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রশিদের আমেরিকা ফিরে যাওয়ার জন্য ভেঙ্গে পড়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। রশিদের শূন্যস্থান পূরণ করেদিলেন সতীর্থরা। প্রতিপক্ষের লিস্টন কোলাসোকে ঠান্ডা করার জন্য ব্রুসো দায়িত্ব দিয়েছিলেন মিগুয়েল, লালরিনডিকা এবং মহম্মদ রকিপকে। খেলার শুরু থেকেই মুন্সিয়ানার ছাপ রেখেছে ইস্টবেঙ্গল। ক্রেসপো এবং দিয়ামানতাকোসকে সমর্থকরা একেবারেই পছন্দ করছিলেন না, কিন্তু ১৭ আগস্ট এই দু'জনেই পালতোলা নৌকাকে জলের তলায় পাঠিয়েছেন। কামিংস মাঠে নেমে মোহনবাগানের ঝাঁঝ বাড়িয়েছেন ঠিকই কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না।

ফিফার তোপ ফুটবল ফেডারেশনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি- তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের অভিযোগে ২০২২ সালে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে নির্বাসিত করেছিল ফিফা। তিন বছরের ব্যবধানে ফের ধাক্কা। এশিয়ার ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা এ এফ সি সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন সম্পূর্ণ না হলে কড়া শাস্তির মুখে পড়বে ফেডারেশন। সেখানে নির্বাসনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার নিয়মকানুনে আদৌ খুশি নয় ফিফা। বারবার বলা সত্ত্বেও কোন কাজ হয়নি, তাই এখন কঠোর ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে।

উদ্বিগ্ন লয়েড

নিজস্ব প্রতিনিধি- অতীতে একটা সময় ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের নাম বদলে একটা ত্রাস সৃষ্টি হত। কারণ বিশ্ব ক্রিকেট তখন শাসন করছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ক্রমে ক্রমে তা এখন মিলিয়ে গেছে। দু'বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে এবার উষ্মা প্রকাশ করেছেন কিংবদন্তি ক্লাইভ লয়েড। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিধ্বস্ত হওয়ার পর জরুরি বৈঠক ডেকেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড। সেই বৈঠকে ডাকা হয়েছিল লয়েড, ব্রায়ান লারার মতে ক্রিকেট তারকাদের। এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী ১০০ বছরেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম স্তরে উঠতে পারবে না।

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি চলছে
ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী
অবৈতনিক শিক্ষা, বাসস্থান, আহার, চিকিৎসা এবং বিদ্যালয়ের পোষাক
হরনাথ হাইস্কুল
(গভর্মেন্টি স্পন্সরড ও আবাসিক)
৭৮, বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৩
যোগাযোগ ঃ ৯৮৩১৬ ৮৫৭৯৩ / ৯৮৩০১ ৭৩৩০৪

সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচীর কয়েকটি বিশেষ মুহূর্ত

১৫ আগস্ট, মোটর কার র‍্যালির শুরু শ্যামবাজারে

সচেতন সিঁথির মোড়ে

উত্তরপাড়া পদাতিকে

মাখলা বিবেকানন্দ সংঘে

রিষড়া উইমেন্স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনে

মাহেশ বঙ্গবাসী শ্রীরামপুরে

শেওড়াফুলি সেবানিকেতনে

এম টি ল্যাব পয়েন্টে

দেবাশীষ চক্রবর্তীর উদ্যোগে সম্বর্ধনা

বৈদ্যবাটিতে

চন্দননগরে

অডিটোরিয়ামে সাঙ্গীতিকের পক্ষ থেকে সম্পাদককে উত্তরীয় দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে

নবজাতকের পক্ষ থেকে সম্পাদককে সম্বর্ধনা

শোভাবাজার গুড় পট্টীতে রক্তদান উৎসব

নরেন্দ্রনগর, ডানলপে সম্বর্ধনা

দক্ষিনদাড়ি ইয়ূথ অ্যাসোসিয়েশনের রক্তদান

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) সন্দীপ মিল, ৩) শীলা নন্দী, ৪) শৈলেন পাল, ৫) মালঞ্চ সাহা, ৬) রুবী মণ্ডল, ৭) এস এস চন্দ্র, ৮) গোপাল সাহা, ৯) সুদীপা কর্মকার, ১০) বিবেকানন্দ ঘোষ, ১১) অশোক পাল, ১২) প্রিয়াজত ভৌমিক, ১৩) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১৪) সুকোমল দে, ১৫) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৬) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৭) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৮) নবনীতা পাল, ১৯) রণিতা মিত্র, ২০) কুহু চ্যাটার্জি, ২১) দেবশঙ্কর নন্দী, ২২) অদিতি বসু, ২৩) মিতালি পাল, ২৪) দেব পাল, ২৫) সৌমিত্র বসু, ২৬) সুচিত্রা মুখার্জি, ২৭) আবীর চ্যাটার্জি, ২৮) সঞ্জয় সাহা, ২৯) আশীষ ভট্টাচার্য্য ৩০) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৩১) সেখ নাজিবুর রহমান, ৩২) তৃষ্ণা বসু, ৩৩) ঝর্ণা সাহা, ৩৪) অনুরাধা মণ্ডল, ৩৫) শুভ্রজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩৬) রেবা রায়, ৩৭) বৈজন্তী নন্দন, ৩৮) ইন্দ্রনীল ঘোষ, ৩৯) কণিকা বিশ্বাস, ৪০) সুনীতা মিত্র, ৪১) সীমা সাহা, ৪২) ঝুমা দে, ৪৩) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৪৪) স্বপন দে, ৪৫) অনিতা শর্মা, ৪৬) সোনাই সরকার, ৪৭) জয়দেব দে, ৪৮) পৌলমি ভট্টাচার্য্য, ৪৯) অবন্তী পাল, ৫০) লীলাবতী মল্লিক, ৫১) রুমা চ্যাটার্জি, ৫২) কেয়া ঘোষ, ৫৩) সুরজিৎ দত্ত, ৫৪) মুনমুন হোড়, ৫৫) দিলীপ হোড়, ৫৬) সোমা দত্ত, ৫৭) রামপ্রসাদ সোম, ৫৮) শুচিস্মিতা সোম, ৫৯) সাগর দত্ত, ৬০) সৌমিল সরকার, ৬১) নীলিমা বর্মণ, ৬২) রজত বোস, ৬৩) পঙ্কজ গুপ্ত।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

শারদীয়া ক্রোড়পত্র

সর্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়নী নমোহস্তুতে।।

দুর্গাপূজার দু-এক কথা

নিজস্ব প্রতিনিধি- ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। তাই ভারতীয় জীবনযাত্রায় পূজা শুধু বাহ্যিক আচারবিশিষ্ট কোনও ক্রিয়ানুষ্ঠান নয়, পূজা এখানে জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এখানে সব বর্ণ, সব জাতিই স্বাধীনভাবে তাদের পূজানুষ্ঠান করে থাকে। এর মধ্যে কোনও পূজাকে যদি জাতীয় পূজা বলে উল্লেখ করতে হয়, তবে তা হল শারদীয়া দুর্গোৎসব।

এসেছে শরৎ। বেজেছে তার প্রথম আলোর চরণধ্বনি
ধরণীর ধূলিকে করুণায় ধৌত ধন্য করতে আমাদের যিনি,
তাঁর মূর্তি ভাবময়ী, পূজাও ভাবের পূজা।

একটি বহুল প্রচলিত ধারণা হল দুর্গাপূজা বাঙালির পূজা। কিন্তু সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। দেবী দুর্গা 'কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে 'অম্বা' ও 'অম্বিকা' নামে, গুজরাটে 'হিঙ্গুলা' ও 'রুদ্রাণী' নামে, কান্যকুব্জে 'কল্যাণী' নামে, মিথিলায় 'উমা' নামে এবং কুমারিকা প্রদেশে 'কন্যাকুমারী' নামে পূজিতা হইয়া থাকেন। এই রাজ্যে হিমাচল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এবং দ্বারকাপুরী ও বেলুচিস্তানের হিঙ্গলাজ হইতে পুরীতে জগন্নাথ ক্ষেত্র পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বস্থানে শারদীয়া পূজা অথবা নবরাত্র নামে পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।" ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে যখন দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত হয়, ঠিক সেই সময় দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরা পালন করেন 'নবরাত্রি' উৎসব—সরস্বতী, লক্ষ্মী ও দুর্গাকে একসঙ্গে আরধনা। প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নয় রাাতে এই পূজা হয় বলে এ হেন নাম। এর পাশাপাশি উত্তর ভারতে চলে দশেরা উৎসব। দশমীর দিন দশমুণ্ড রাবণের এক বিশাল মূতি তৈরি করে রাবণবধের বিজয়োৎসব পালিত হয়ে থাকে। দুর্গাপূজা-নবরাত্রি-দশেরা এই তিনটি নিয়েই দেশ জুড়ে শারদোৎসব।

দুর্গাপূজা বৈদিক না তান্ত্রিক? পূর্বেই বলা হয়েছে পূজার ধারণাটি তন্ত্রের অবদান তাই অন্যান্য পূজার মতো দুর্গাপূজা তান্ত্রিক। আবার দেবী দুর্গা ও তাঁর পূজা পুরাণে বর্ণিত এবং পুরাণ বেদানুসারী, সেইদিক দিয়ে এই পূজাকে বৈদিকপুজাও বলা চলে। তবে এককথায় এ পূজার কোনও শ্রেণীকরণ করতে গেলে বলতে হয়—এ হল 'মহাপূজা'। মহাস্নান, পূজা, হোম ও বলিদান—এই চারটির সমন্বয়ে যে পূজা সম্পন্ন হয় তা হল মহাপূজা।

তবু প্রশ্ন জাগে কেন এই পূজা? সাধারণভাবে এ-পূজার সার্থকতাই বা কী? উত্তরে মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর 'চণ্ডীচিন্তার' অনুসরণে বলতে হয় পূজার দুটি দিক—একটি বাইরের দিক, সেটি আত্মধর্মী। বাইরের দিক থেকে পূজা একটি বিজ্ঞানসম্মত পন্থাবিশেষ। অন্তরের দিক থেকে পূজা একটি আত্মধর্মী প্রেমপূর্ণ সমর্পণবিশেষ। প্রথমটির উদ্দেশ্য মহাশক্তির সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সম্বন্ধ স্থাপন আর দ্বিতীয়টি যেন মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে-চিরসম্বন্ধ তারই পুনঃপ্রতিষ্ঠা। দেবীর অনুগ্রহে রামচন্দ্র রাবণকে বধ করে মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন এবং সীতারূপী মহাসম্পদ লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের তাতে কী? আমরা দেবীর বোধন ও পূজা করে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পাব আর কী মহাসম্পদই বা লাভ করব।

দুর্গাপূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কুমারীপূজা। দেবীপুরাণে এই পূজার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে—"পূজয়েৎ ব্রাহ্মণাঙ্কত্র কন্যাং বালাং তস্বৈব চ"—দেবী পূজার অঙ্গ হিসেবে ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণের যথাবিহিত পূজা করবে। কুমারীপূজার মাহাত্ম্যকীর্তনে তন্ত্র পঞ্চমুখ। সেখা বলা হয়েছে, কুমারপূজা ছাড়া হোম প্রভৃতি কর্ম পরিপূর্ণ ফল প্রদান করে না, কুমারীকে পুষ্পদানে সুমেরু পরিমাণ ফল লাভ হয়, কুমারীকে ভোজন করালে ত্রিলোকবাসীকে ভোজন করানো হয় ইত্যাদি। দুর্গাপূজার সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথির তিনদিন বা কোনও একদিন ষোলো বছরের কমবয়স্কা কোনও কুমারীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করার রীতি আছে। বিভিন্ন বয়সের কন্যাকে বিভিন্ন নামে পূজা করা হয়। এক বছরে কন্যা সন্ধ্যা, দু বছরের সরস্বতী, তিন বছরের ত্রিধামূর্তি, চার বছরের কালিকা, পাঁচ বছরের সুভগা, ছ বছরের উমা, সাত বছরের মালিনী, আট বছরের কুঞ্জিকা, ন বছরের কালসন্দর্ভা, দশ বছরের অপরাজিতা, এগারো বছরের রুদ্রাণী, বারো বছরের ভৈরবী, তেরো বছরের মহালক্ষ্মী, চোদ্দো বছরের পীঠনায়িকা, পনেরো বছরের ক্ষেত্রজ্ঞা ও ষোলো বছরের কুমারী অম্বিকা নামে পূজিতা হন।

পূজাস্থলে দেবীর আগমন ঘটে। এবং পূজা-পূজকের মিলনে সেটি হয়ে ওঠে একটি পুণ্যক্ষেত্র। তাই যে -কোনও পূজার মতোই দুর্গাপূজাতেও স্থানবিধি রয়েছে। দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করার পক্ষে কোন কোন জায়গা অনুপযুক্ত বা অযোগ্য—তার নির্দেশ দিয়েছেন শুলপাণি। নিজের বসবাসের ঘর (বাড়ি নয়), বহু পুরানো স্থান, ইটের তৈরি জায়গা, দ্বীপ জ্বলে না এমন স্থান দুর্গাপূজার পক্ষে অযোগ্য। কোন কোন স্থান পূজার যোগ্য সে-সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে বহু নির্দেশ আছে। বিল্বমূল, তুলসীকানন, দেবায়তন, গুরু সন্নিধান, সেখানে চিত্তের একাগ্রতা সহজে হয় সর্বশেষ বলা হয়েছে সর্ব্বোযামুত্তমং প্রোক্তং নির্জ্জনং পশুবর্জ্জিতম্।" আর একটি কৌতূহলের বিষয় হল দেবীর আগমন ও গমন। লোকপ্রচলিত বিশ্বাস যে দুর্গা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসেন বিশেষ কোন একটি যানে ও ফিরে যান আর একটি বাহনে। এই প্রত্যেকটি যানবাহনে যাত্রার ফল বা পরিণাম জ্যোতিষগণনায় নির্ধারিত আছে নিম্নোক্তভাবে। নৌকায় আগমন ও গমন-ফল শস্যবৃদ্ধি বা জলবৃদ্ধি। দোলায় আগমন ও গমন—ফল মড়ক। গজে আগমন ও গমন—ফল শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা। ঘোটকে আগমন ও গমন—ফল ছত্রভঙ্গ।

শিবভক্ত রাবণের বিনাশ এক প্রকার অসম্ভব ছিল রামচন্দ্রের কাছে। এই কারণেই তিনি শরৎকালে অসময়ে দেবী দুর্গার বন্দনা করেছিলেন। মা দুর্গা রামের ভক্তির পরীক্ষা নিতে একশো আটটা নীল পদ্মের একটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। রাম নিজের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও রাবণ বিজয়ের আকাঙ্খায় নিজের একটি চোখ মায়ের আরাধনায় উপড়ে দিতে উদ্যত হোন। দেবী দুর্গা তার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আশীর্বাদ করেন। এই গল্প সকলের জানা। কিন্তু এই গল্পের মধ্যে দিয়ে মহাকাব্যে যা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে তার খেয়াল ক'জন রাখেন।

দুর্গাপূজার সার্থকতা তাই কেবল পূজারূপে নয়, পূজাকে কেন্দ্র করে যে উৎসব তার কেন্দ্রবিন্দুরূপে।

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

বৃষ্টির আমেজ মেখে মা আসছেন কৈলাস থেকে

কালিদাস চক্রবর্তী

যে কোন শুভকার্য সূচনায় আমাদের শাস্ত্রে অভীষ্ঠ লাভের জন্য বরণ ডালা সাজিয়ে বরণ করার রীতি আছে। আজ আমরা বর্ষাকে বরণ করার জন্য মিলিত হয়েছি। বর্ষা এখানে স্বতন্ত্র Entity অর্থাৎ ব্যক্তি-মানবী। যুগে যুগে কীভাবে বরণ করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিক উল্লেখ করা হবে। প্রথমেই উল্লেখ করা হবে মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূত-এ বর্ষার কথা।

একদা এক মহাপ্রেমী যক্ষ কর্তব্যে অবহেলা করেছিল বলে পত্নী বিহীন অবস্থায় তাকে রামগিরি পর্বতে এক বছরের জন্য নির্বাসিত করা হয়। এমন সময় বর্ষার সমাগম হয়। আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে বিরহী যক্ষের হৃদয়-বেদনা মহাকবি কালিদাসকে বিচলিত করে। তাই তিনি গেয়ে ওঠেন।ঃ

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানুম্
ব্যপক্রীড়া পরিণত গজঃ প্রেক্ষনীয়ং দদর্শ।।

প্রিয়তমার কণ্ঠ আলিঙ্গনের জন্য যক্ষের মন উদ্বেল হয়ে ওঠে। তার মনে পড়ে কোন এক বর্ষাকালে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা এই রামগিরি পর্বতে পদার্পণ করে তাকে পুণ্যভূমিতে পরিণত করেছেন। কবির বর্ণনায়

যস্যাশ্চক্রে জনকতনয়া স্নানপুণ্যোদকেষু।
স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুষু বসতীং রামগির্যাশ্রমেষু।।

বৈষ্ণব সাহিত্যের কবিরাও বর্ষার আগমনী গেয়েছেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। কবি বিদ্যাপতির একটি পদে কেকারবের সঙ্গে বিরহ বেদনার ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে।

কুলিশ শতশত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে। মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিয়ে রয়েছে বনের মাথায়। তা দেখে রসিক কবি বিদ্যাপতি গেয়ে ওঠেন

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

অর্থাৎ এখন ভরা বর্ষা, ভাদ্র মাস, অথচ আমার ঘর শূন্য। প্রেমের আকাঙ্খার কী অদ্ভুত পূর্ব অভিব্যক্তি। 'ভরা বাদর' কবিতাটিতে বর্ষা ধাতুর অভিসারের সংকেত বংশধ্বনির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় নিচের কয়েকটি পংক্তিতে—

''কদম্ব গাছের সার
চিকন পল্লবে তার
গন্ধে ভরা অন্ধকার
হয়েছে ঘোরালো
কী বাঁশি বাজিছে সদা প্রভাতে প্রদোষে।"

বৈষ্ণব কবির বর্ষার পদগুলি বিরহী প্রেমিকের চিরন্তন- চিন্তন ভাষারূপ পেয়েছে।

এতক্ষণ আমরা প্রাচীনকালের মহাকবি কালিদাস, মধ্যযুগের খ্যাতনামা বৈষ্ণবকবি বিদ্যাপতির বর্ষার সাথে মানব-প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমরা দৃষ্টিটা আধুনিক যুগে নিয়ে আসি। তিনি সবার পরিচিত, বিশ্ববিশ্রুত অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বর্ষাকে কীভাবে দেখেছেন। বর্ষা তাঁর জীবনে কী প্রভাব ফেলেছে, সেগুলি আমরা তার বিভিন্ন বর্ষাবিষয়ক কবিতার সাহায্যে বর্ণনা করব। মহাকবি কালিদাস, কবি বিদ্যাপতি এবং পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার বর্ণনা কিভাবে বর্তমান দিনের বিরহ-কাতর নর-নারীর জীবনে স্থান করে নিয়েছে, তাও দেখব। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বর্ষা সৃষ্টি, সজীবতা, প্রাণ চাঞ্চল্য ও শস্য উৎপাদনের ঋতু।

বর্ষাকে অবলম্বন করে বিশ্বকবির একাধিক কবিতায় মানব-মনের সঙ্গে বর্ষার নিবিড় সম্পর্ক প্রকাশিত হয়েছে। ভাষায় ও ভঙ্গীতে বর্ষার উদ্দাম রূপ ফুটে উঠেছে ''বর্ষামঙ্গল" কবিতায়—

''ওই আসে ওই অতি ভৈরব হর ষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ ভরসে—"

প্রকৃত অর্থেই বর্ষাকে বরণ করে নেবার মাঙ্গলিক উদ্যোগ শুরু হয়—

''আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা
বাজাও শঙ্খ, হুলু রব করো বধূরা
এসেছে বরষা ওগো নবঅনুরাগিনী
ওগো প্রিয় সুখভাগিনী........."

বর্ষা যে কবির প্রাণের, ধ্যানের ঋতু তার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাই তাঁর কবিতার মাধ্যমে। গ্রীষ্মের দাবদাহে শুধু মানুষ নয়, পশু ও প্রকৃতি যখন ক্লান্ত, চাতকের মত যেখানে চেয়ে থাকে, তখন কবি গেয়ে ওঠেন—

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয় নাচে রে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে গরজে গগনে
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা
কুলায়ে কাঁপিছে কড়ির কপোত
দাদুরী ডাকিছে সঘনে
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ শুধু কাব্যিক ভাষা নয়, তাঁর ছত্রে ছত্রে অনুপ্রাস, উপমা ইত্যাদি অলংকারের ব্যবহার করে আমাদের হৃদয়ে-তন্ত্রে ঝংকার তুলেছেন।

''আষাঢ়" কবিতায় আসন্ন বর্ষণের আশঙ্কায় কবি পথচারীদের বাইরে যেতে নিষেধ করছেন।

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর
আউশের ক্ষেত জলে ভর-ভর
কালিমাখা মেঘ ও পারে আঁধার ঘনিয়েছে
দেখ চাহি রে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।।

বর্ষার এমন রূপ বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত কোন কবির মধ্যে পাওয়া যায় না। বর্ষার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার জন্য কবি উজাড় করে দিয়েছেন শব্দভাণ্ডার, ছন্দ ও অলংকার। অবশেষে, বর্ষার আগমন ঘটেছে এখানেও তাই সার্থক হোক এই বর্ষাবরণ অনুষ্ঠান। শ্রীরামচন্দ্র জানকী গীতাদেবীকে নিয়ে পর্বতের সানু দেশে ভ্রমণরত, সেই সময় মহাকবি কালিদাসের উক্তি—রামচন্দ্রের মুখে

''অয়ং স কালঃ সংপ্রাপ্তঃ
সময়োন্দ্য জলাগমঃ।।"

বর্ষাবরণের শেষ লগ্নে আবার রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানাই।

''আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গেল রে দিন বয়ে
বাঁধন হারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে।
একলা বসে ঘরের কোণে, কী ভাবি যে আপন মনে
সজল হাওয়া যুথীর বনে, কী কথা যায় বয়ে।।

আজ এই মনোরম সন্ধ্যায়, শুভক্ষণে এখানে সমবেত ভদ্র মণ্ডলীসহ প্রত্যেকে আমরা পরম আদরে সংগীতের মাধ্যমে বরণ করে নিই প্রাণের ঋতু, প্রেমের ঋতু বর্ষাকে।

মাতৃ-বন্দনা ও প্রার্থনা

কালিদাস চক্রবর্তী

নয়ন ভরে দেখি তোকে সারাবছর ধরে
মেটে না মনের ক্ষুধা, জ্বালা এ অন্তরে।
আজ অমাবস্যার ঘেরে আঁধারে
তোমার রূপের ছটায়
হৃৎ-কন্দরে আনন্দ-আলোক
আঁখি দুটি ভরায়।
বারে বারে দেখি চেয়ে
আমার শ্যামা মায়ে
মূদলে নয়ন নানারূপে
দেখা দাও অন্তরে।
মন্ত্র-তন্ত্র জানিনে, শ্যামা
প্রাণভরে শুধু জপি
তোমার মধুর শতেক নাম
গান করি চুপি চুপি।
পাপী তাপী আমি মাগো
শরণাগত তোমার
এ জনমের যত কালিমা
ঘুচাও মনের আঁধার।
তোমা বিনে কার কাছে
নেব গো আশ্রয়
বিশ্বমাতা তুমি যে গো
দাও মোরে অভয়।
ক্ষম মোর অপরাধ দাও আশীর্বাদ
তোমার অভয় পেলে না গনি প্রমাদ।।